সোনামণি প্রতিভা

২৭তম সংখ্যা

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী

২০১৮

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

২৭তম সংখ্যা
জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী
২০১৮

সোনামণি প্রতিভা

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

◆ **উপদেষ্টা সম্পাদক**
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম
◆ **সম্পাদক**
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
◆ **নির্বাহী সম্পাদক**
রবীউল ইসলাম
◆ **প্রচ্ছদ ও ডিজাইন**
মুহাম্মাদ মুয্যাম্মিল হক

সার্বিক যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা)
নওদাপাড়া (আমচত্বর), পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
সম্পাদক : ০১৭২৬-৩২৫০২৯
নির্বাহী সম্পাদক : ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৭০৯-৭৯৬৪২৪
সোনামণি কেন্দ্রীয় অফিস : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র

সোনামণি (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- কুরআনের আলো ০৩
- হাদীছের আলো ০৪
- প্রবন্ধ ০৫
- ইতিহাসের পাতা ১০
- হাদীছের গল্প ১৫
- এসো দো‘আ শিখি ১৭
- গল্পে জাগে প্রতিভা ১৮
- ভ্রমণ স্মৃতি ১৯
- কবিতাগুচ্ছ ২৬
- একটুখানি হাসি ২৭
- আমার দেশ ২৮
- রহস্যময় পৃথিবী ৩০
- বহুমুখী জ্ঞানের আসর ৩২
- সাহিত্যাঙ্গন ৩২
- দেশ পরিচিতি ৩৩
- যেলা পরিচিতি ৩৩
- আন্তর্জাতিক পাতা ৩৪
- সংগঠন পরিক্রমা ৩৪
- প্রাথমিক চিকিৎসা ৩৭
- ভাষা শিক্ষা ৩৯
- কুইজ ৩৯

Contents

সম্পাদকীয়

মোবাইল ফোনের অপব্যবহার থেকে সাবধান!

আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হল মোবাইল ফোন। এটি স্বল্প খরচে ও অল্প সময়ে মানুষের পরস্পরের মাঝে যোগাযোগের একটি মাধ্যম যা বহু দূরের মানুষকে অনেক নিকটে করে দিয়েছে। কিন্তু মোবাইলের যথেচ্ছ ব্যবহার মানবজাতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর প্রমাণিত হয়েছে। অতিমাত্রায় ব্যবহার এবং অপব্যবহার দুই দিকে ধারালো অস্ত্রের মতোই বিপর্যয় টেনে আনছে। এর রেডিয়েশন একটা ক্রনিক পদ্ধতি যা সবাইকে কুরে কুরে খাচ্ছে। মোবাইল ব্যবহারের ফলে দেশের অগণিত শিশু এখন অটিজমে (মানসিক প্রতিবন্ধী) আক্রান্ত হচ্ছে। এতে পরিবার, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হচ্ছে ক্রমেই এক দারুণ অরাজকতা। দেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে ধ্বংসাত্মক পরিণতির দিকে *(দিগদর্শন-২ পৃ. ১৪৭)*।

চিকিৎসক ও বিজ্ঞানী সমাজের ঐক্যবদ্ধ মতামত অনুযায়ী মোবাইল ফোন এবং এর মূল কেন্দ্রগুলো থেকে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্যান্সারের ন্যায় বিপদজনক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে থাকে। তাদের মতে ১৬ বছরের নিচে কারও সেলফোন ব্যবহার করা উচিত নয়। মোবাইল ফোনে ৩ মিনিট কথা বলা হলে পরবর্তী ৩ মিনিট তা ব্যবহার করা উচিত নয়। ২০ মিনিটের অধিক সময় কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ১০২ ডিগ্রি F-এর উপরে উঠে যায়। যা মস্তিষ্কে কম্পনের সৃষ্টি করে এবং তা মারাত্মক ক্ষতি করে। এর ভয়াবহতা হল, বেইস স্টেশন, রিসিভার এবং সুইচ সেন্টার সব জায়গা থেকেই রেডিয়েশন নির্গমন হয়। সাধারণত মোবাইল ফোন ব্যবহারে ক্লান্তি, অবসাদ ও বিরক্তি আসে, মাথা ব্যথা ও নিদ্রাহীনতা সৃষ্টি হয়। স্মরণশক্তি হ্রাস পায়, কানে শোঁ শোঁ বা ভোঁ ভোঁ শব্দ করে, জয়েন্ট অর্থাৎ কব্জি, কাঁধ, কনুই ইত্যাদি ব্যথা করে। দিন দিন শিশু-কিশোররা মোবাইল ফোনে বেশী আসক্ত হয়ে পড়ছে। আগে একটি শিশু লেখাপড়ার সাথে সাথে খেলাধুলা করে বেশী সময় কাটাতো। ছবি আঁকতো, ঘুড়ি উড়াতো। শব্দের অর্থ জানতে তারা অভিধান ব্যবহার করত। কিন্তু বর্তমানে তারা শব্দকোষের ব্যবহার জানে না। একটি শব্দ খুঁজতেই তারা মোবাইল দেখে।

আধুনিক প্রযুক্তির ভয়াবহ ছোবলে শিশু-কিশোররা মোবাইলের মাধ্যমে কথা বলার চেয়ে অপসংস্কৃতির প্রচার, নগ্ন ছবি দেখা ইত্যাদি পাপাচারে লিপ্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের ২০১৫ সালের একটি জরিপে বলা হয়েছে, ঢাকার একটি স্কুলের নবম শ্রেণীর মোট ৩০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ক্লাসে বসে মোবাইল দেখে এমন ২৫ জনের মোবাইলে পর্ণোগ্রাফী পাওয়া গেছে। ৮ম শ্রেণীর ১০০ জন শিক্ষার্থীর ৮৬ জন মোবাইল ব্যবহার করে তাদের ৭৬ জন পর্ণোগ্রাফী দেখে। এর ফলে তারা নানাবিধ অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

অতএব আমাদেরকে মোবাইল ফোনের অপব্যবহার থেকে দূরে থাকতে হবে এবং জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে সঠিক পথে ব্যয় করতে হবে তাহলেই আমাদের জীবনে কাঙ্ক্ষিত সফলতা আসবে ইনশাআল্লাহ।

Contents

কুরআনের আলো

আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

١. يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

১. 'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট তওবা কর বিশুদ্ধ তওবা। সম্ভবতঃ তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের মন্দ কর্মগুলোকে মোচন করে দিবেন এবং তোমাদেরকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেই দিন আল্লাহ নবী এবং তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে অপদস্ত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সম্মুখে ও ডান পার্শ্বে ধাবিত হবে। তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জ্যোতিকে পূর্ণতা দান করুন। আর আমাদের ক্ষমা করুন। আপনি সর্ববিষয়ে ক্ষমাবান' *(তাহরীম ৬৬/৮)*।

٢. قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

২. 'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আমি আমার নিজের উপর যুলুম করেছি। অতএব আমাকে ক্ষমা করুন। ফলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান' *(কাছাছ ২৮/১৬)*।

٣. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

৩. 'আর তুমি বল, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ক্ষমা করুন ও দয়া করুন। বস্তুতঃ তুমিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু' *(মুমিনূন ২৩/১১৮)*।

٤. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا¤ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا ¤ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا

৪. 'যারা আল্লাহ্র সঙ্গে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করে না এবং যারা আল্লাহ যাকে হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায় সঙ্গত কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করেনা এবং যারা ব্যভিচার করেনা। যারা এগুলো করবে তারা শাস্তি ভোগ করবে। কিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দ্বিগুণ হবে এবং তারা সেখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় চিরকাল থাকবে। তবে তারা ব্যতীত, যে তওবা করে, ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে। আল্লাহ তাদের পাপসমূহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু' *(আল-ফুরক্বান ২৫/৬৮-৭০)*।

٥. قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ

৫. 'তখন তারা উভয়ে বলল, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নিজেদের উপর যুলুম করেছি। এক্ষণে যদি আপনি আমাদের ক্ষমা না করেন ও দয়া না করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ব' *(আ'রাফ ৭/২৩)*।

হাদীছের আলো

আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা প্রার্থনা

٣. عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ وَبِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا -

৩. আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা রাতে স্বীয় হাত প্রসারিত করেন, যাতে দিনের গুনাহগার যারা তারা তওবা করে। আবার দিনের বেলায় হাত প্রসারিত করেন যাতে রাতের গুনাহগার ব্যক্তিরা তওবা করে। এভাবে তিনি ক্ষমার হাত প্রসারিত করতে থাকবেন পশ্চিম দিকে সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত' *(মুসলিম হা ৭১৬৫; মিশকাত হা/২৩২৯)*।

٢. عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إِلَى اللهِ فَإِنِّى أَتُوبُ فِى الْيَوْمِ إِلَيْهِ مِائَةَ مَرَّةٍ-

২. ইবনু উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'হে মানবমণ্ডলী! আল্লাহ্র নিকট তওবা কর। আমি দৈনিক একশতবার তাঁর নিকট তওবা করি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৩৫)*।

٣. عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ بَنِى آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ-

৩. হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ভুলকারী। আর তওবাকারীরাই সর্বোত্তম ভুলকারী' *(ইবনু মাজাহ হা/৪২৫১; মিশকাত হা/২৩৪১)*।

٤. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ-

৪. আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন বান্দা গুনাহ স্বীকার করে এবং অনুতপ্ত হয়ে তওবা করে ক্ষমা চায় আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে ক্ষমা করে দেন' *(বুখারী হা/২৬৬১; মিশকাত হা/২৩৩০)*।

٥. عن أنس قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِى ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِى وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ

৫. আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তাঁর বান্দার তওবা ও ক্ষমা চাওয়াতে আনন্দিত হন, যখন সে তাঁর নিকট তওবা করে। তোমাদের মধ্যকার সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক যার বাহন একটি মরুপ্রান্তরে তার নিকট হতে ছুটে পালায়; যার পিঠে তার খাদ্য ও পানীয় ছিল। এতে লোকটি হতাশ হয়ে যায়। অতঃপর সে একটি গাছের নিকট এসে তার ছায়ায় শুয়ে পড়ে। সে তার বাহন সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ। এমতাবস্থায় সে হঠাৎ দেখে বাহন তার নিকট দাঁড়িয়ে আছে। সে তার লাগাম ধরে আনন্দের আতিশয্যে বলে ওঠে, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা আর আমি তোমার প্রতিপালক! সে ভুল করে আনন্দের আতিশয্যে এরূপ বলে ফেলে' *(মুসলিম হা/২৭৪৭; মিশকাত হা/২৩৩২)*।

Contents

প্রবন্ধ

শিশু-কিশোরদের মধ্যে অনৈতিকতা প্রবেশ : কারণ ও প্রতিকার

মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
সাবেক কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

কারণসমূহ :

আধুনিক প্রযুক্তি সমূহের আগ্রাসন ও অপব্যবহারের ক্ষতিসমূহ :

(ক) সময়ের অপব্যহার : মোবাইল, ইন্টারনেট, ইউটিউব ও ফেসবুক ইত্যাদির মাধ্যমে শিশু-কিশোর, ছাত্র-ছাত্রী ও যুবক-যুবতীরা জীবনের অধিকাংশ মূল্যবান সময় প্রতিনিয়ত নষ্ট করেই চলেছে। সময়ের মূল্য দিতে তরুণ প্রজন্ম ভুলে যাচ্ছে। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, Time and tide wait for none. 'সময় এবং নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না'। পবিত্র কুরআনে সময়ের মূল্যের গুরুত্ব বুঝাতে মহান আল্লাহ সূরা আছর নাযিল করেছেন। সময়ের মূল্য না দেওয়ায় তাদের জীবন ক্রমশ অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

(খ) পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতি : ছাত্র-ছাত্রীদের প্রধান কাজ হবে নিয়মিত পড়া-শোনা করা। অথচ তারা টুইটার ফেসবুক আর ইন্টারনেটে পড়া-শোনার সময় নষ্ট করছে। স্কুল, কলেজ, বাগানে ও রাস্তায় ঘুরে অবৈধ অনৈতিক সম্পর্ক সৃষ্টি করছে। এ জন্য অভিভাবক, স্কুল কর্তৃপক্ষ ও প্রশাসনের বিশেষ নযরদারীর ব্যবস্থা করা অত্যাবশ্যক।

(গ) অর্থের অপচয় : মোবাইল, ইন্টারনেট ও ফেসবুকে প্রতিদিন ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীরা ব্যাপক অর্থের অপচয় করছে। পিতা-মাতার অনেক কষ্টের অর্জিত ধন এরা হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে। গালফ্রেন্ড ও বয়ফ্রেন্ড সহ নামী-দামী হোটেলে গিয়ে পিতার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির কষ্টার্জিত টাকা অপচয় করে পরিবার সমাজকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করছে।

(ঘ) চোখ, কান, ব্রেন সহ স্বাস্থ্যের ক্ষতি : দীর্ঘক্ষণ কালার টিভির স্ক্রীনে তাকিয়ে থাকলে, ইয়ারফোনের মাধ্যমে গান শুনলে চোখ, কান ও ব্রেনের মারাত্মক ক্ষতি হয়। এর কারণে অনেকের চোখের দৃষ্টি শক্তি কমে যায়। শ্রবণ শক্তি হারায়। মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা সহ অনেক স্বাস্থ্যগত ক্ষতি হয়। অবৈধ সম্পর্কের কারণে অনেকে এইডস, গনোরিয়া সহ নানাবিধ দূরারোগ্যে ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। সুস্থ সুন্দর জীবন ও সুস্বাস্থ্য গড়তে এগুলোকে হেফাযত করা সকলের অবশ্য কর্তব্য।

(ঙ) পর্ণোগ্রাফীর আগ্রাসন : পর্ণোগ্রাফীর অর্থ অশ্লীল বৃত্তি। এই নিকৃষ্ট ব্যবসা ফ্রান্স ও আমেরিকার সীমানা ছাড়িয়ে দ্রুত সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। এর ফলে পতিতাবৃত্তি; নেশাখোরী ও মরণ ব্যাধির প্রাদুর্ভাব বাড়ছে। বাড়ছে নারী এবং শিশু পাচার ও তাদের প্রতি সহিংসতা। যা এখন বাংলাদেশেও

Contents

ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। পর্ণোগ্রাফীর দর্শক সাধারণত উঠতি বয়সের তরুণ-তরুণীরা। এমনকি বয়স্করাও এতে আসক্ত হচ্ছে। মোবাইল, ইন্টারনেট, কম্পিউটার, টিভি ইত্যাদির মাধ্যমে পর্ণো এখন ঘরে ঘরে জাহান্নাম সৃষ্টি করছে। ফলে বল্গাহীনভাবে বেড়ে চলেছে নারী নির্যাতন, পরিবারে ভাঙ্গন, তুচ্ছ ঘটনায় গুম-খুন, অপহরণ, চুরি ছিনতাই, চাঁদাবাজী ও অন্যান্য নৈতিক অবক্ষয় সমূহ। গবেষকদের মতে, পর্ণো আসক্তি মাদকের আসক্তির চেয়েও ভয়ংকর ও বিধ্বংসী। শিশু-কিশোরদের এর থেকে বিরত রাখা আমাদের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য।

(চ) গুরুত্বপূর্ণ কাজের ব্যাঘাত : বর্তমান কিশোর ও যুব-সমাজ তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছেড়ে ফেসবুক নিয়ে আসল সময় কাটাচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা পরিবার ও দেশের জন্য বোঝায় পরিণতি হচ্ছে এবং দেশ ও জাতির উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

(ছ) নৈতিকতার চরম অবক্ষয় : ইন্টারনেট ও ফেসবুকের খারাপ দিকে তরুণ-তরুণীরা বেশী অগ্রসর হচ্ছে। ছদ্ম নামে ফেইক আইডি খুলে একে অপরের সাথে অবৈধ ও অনৈতিক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ছে। অশ্লীল ছবি পোষ্ট করছে। এভাবে তারা নীতি, নৈতিকতা, চরিত্র ও ঈমান সবই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

(জ) অবৈধ, সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি : বিবাহ বহির্ভূত নারী পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব সহ সকল প্রকার অনৈতিক যোগাযোগ হারাম ও নিষিদ্ধ। এক শ্রেণীর মিডিয়া শয়তানী কল্পনায় অবৈধ সম্পর্ক, জমকালো গাড়ী, বাড়ী, শাড়ী, মারদাঙ্গা ছবি, দ্রুত বিত্তশালী হওয়ার অবৈধ পন্থা ইত্যাদি শিশু-কিশোরদের মধ্যে প্রচার করে তাদেরকে অনৈতিক কাজে প্ররোচিত করছে।

(ঝ) বেহায়াপনায় উদ্বুদ্ধ : বেহায়াপনার যত দিক ও বিভাগ আছে সবগুলোই ইন্টারনেট ও ফেসবুকের মাধ্যমে অনেকে রপ্ত করতে শেখে। বিশেষ করে অনেক ভাল পরিবারের মেয়েরা মিডিয়ার খপ্পরে পড়ে অশ্লীল ও অর্ধনগ্ন পোশাক পরে বেহায়াপনায় লিপ্ত হয়ে জাহান্নামের দিকে ধাবিত হচ্ছে।

(ঞ) পরিবার ও সমাজে ফেতনার সৃষ্টি : কিয়ামতের পূর্বে অন্ধকারের মত ফেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। ফেসবুকের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম ও শহরের প্রত্যেকটি বাড়ীতে, চায়ের স্টলে, স্কুল-কলেজে ও বাজারে পর্ণোগ্রাফীর রমরমা ব্যবসা মেতে উঠেছে। ফলে পরিবার ও সমাজের বন্ধন ক্রমশ শিথিল হচ্ছে। অধিকাংশ পরিবারের প্রতিটি ছেলে-মেয়ে ও সদস্য ইসলামী শিষ্টাচার বর্জিত কালচারে লিপ্ত। এভাবে পরিবার ও সমাজ ধ্বংস হচ্ছে।

[চলবে]

রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে সঠিক আক্বীদা

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
দাশড়া, ক্ষেতলাল, জয়পুরহাট।

ভূমিকা :

বিশুদ্ধ আক্বীদা নিঃসন্দেহে মুমিন জীবনের মূল চাবিকাঠি ও মুসলিম উম্মাহর সুদৃঢ় ভিত্তি। রাসূল (ছাঃ) সম্পর্কে স্বচ্ছ আক্বীদা পোষণ করা প্রতি মুসলিমের জন্য যরূরী। কিন্তু যেভাবে সর্বত্র মনগড়া আক্বীদার চর্চা চলছে, তা খুবই উদ্বেগজনক। আমাদের কমলমতি সোনামনিরাও আজ বিশুদ্ধ আক্বীদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই নিচের সামান্য আলোচনা তাদেরকে বিশুদ্ধ আক্বীদা শিখতে সাহায্য করবে বলে আমরা আশাবাদী।

রাসূল (ছাঃ) কি নূরের তৈরী?

অধিকাংশ মানুষের ধারণা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নূরের তৈরী। দলীল হিসাবে তারা পবিত্র কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে থাকেন। নিজেদের মতের পক্ষে বেশ কিছু জাল হাদীছও উদ্ধৃত করে থাকেন। যুগে যুগে অতি আবেগী কবিরা অসংখ্য কবিতাও রচনা করে গেছেন। তাছাড়া অভিভাবকরা আমাদের ছোট্ট সোনামণিদের নূর মুহাম্মাদ, নূরুন্নবী ইত্যাদি নাম এই আক্বীদাহ পোষণ করার কারণে অথবা কেউ কেউ না জেনেই রেখে থাকেন। অথচ এসব কিছুই ভ্রান্ত আক্বীদাহ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মতোই রক্তে মাংসে গড়া মানুষ ছিলেন। তবে মহান রাব্বুল আলামীন নবুঅত প্রদানের মাধ্যমে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন! আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহি করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একজন। সুতরাং যে তাঁর প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তাঁর প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে' *(কাহফ ১৮/১১০)*। অন্যত্রে মহান আল্লাহ বলেন, 'বলুন! পবিত্র মহান আমার প্রতিপালক! আমি তো শুধু একজন মানুষ এবং রাসূল' *(বনু ইসরাঈল ১৭/৯৩)*। অন্যত্রে মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'বলুন! আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি অহি করা হয় যে, তোমাদের মা'বূদ একমাত্র (সত্য) মা'বূদ *(হামীম সাজদাহ ৪১/৬)*। উপরোক্ত আয়াতগুলো প্রমাণ করে, সমস্ত রাসূলগণের মত আমাদের রাসূলও মাটির মানুষ ছিলেন। মানুষ হিসাবে যেসব চাহিদা থাকে, তার সবগুলোই তাঁর মধ্যেও ছিল। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমি ভুলে যাই, যেমনভাবে তোমরা ভুলে যাও। অতএব আমি ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে' *(বুখারী হা/৪০১; মুসলিম হা/১২৭৪)*। আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'ফেরেশতাদেরকে নূর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং জিন জাতিকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই সমস্ত ছিফাত দ্বারা, যে ছিফাতে তোমাদের ভূষিত করা হয়েছে' *(মুসলিম হা/২৯৯৬)*। এই হাদীছ থেকে বুঝা যায়, মানব জাতিকে মাটি ও পানি দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্য আরেকটি হাদীছে আরো বলা হয়েছে, 'মানুষ আদমের

Contents

সন্তান। আর আল্লাহ আদম (আঃ)-কে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন' *(তিরমিযী হা/৩২৭০)*। পক্ষান্তরে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের অপব্যাখ্যা করে আমাদের সমাজে এক শ্রেণীর আলেমকে নূর নবী প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগতে দেখা যায়। তারা দলীল হিসাবে নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করে থাকে 'নিশ্চয় তোমাদের নিকটে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নূর এসেছে এবং তা স্পষ্ট কিতাব' *(মায়েদাহ ৫/১৫)*। উক্ত আয়াতে বর্ণিত 'নূর' দ্বারা হেদায়াতের নূর উদ্দেশ্য। অর্থাৎ কিতাব। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'মুমিনরা ঐ নূরের অনুসরণ করে, যা মুহাম্মাদের সাথে নাযিল হয়েছে' *(আ'রাফ ৭/১৫৭)*। এ থেকে বুঝা যায়, আয়াতে বর্ণিত নূর দ্বারা কিতাবকেই বুঝানো হয়েছে, রাসূল (ছাঃ)-কে নয়। অথচ অপব্যাক্ষা করে নূর দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হচ্ছে। যা স্পষ্ট ভ্রষ্টতা। এছাড়া রাসূল (ছাঃ)-এর নামে একটি মিথ্যা কথাও বর্ণনা করতে দেখা যায়। যেমন রাসূল (ছাঃ) নাকি বলেছেন, 'আল্লাহ সর্বপ্রথম আমার নূর সৃষ্টি করেছেন'। অথচ সমাজে প্রচলিত উক্ত কথার পক্ষে কোন জাল বর্ণনাও নেই। শুধু মানুষের মুখে মুখেই প্রচলিত। প্রখ্যাত হানাফী বিদ্বান আব্দুল হাই লাক্ষ্ণৌভী বর্ণনাটিকে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন *(আল-আছারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ, পৃ. ৪৩)*। এভাবে বেশ কিছু খোঁড়া দলীল উল্লেখ করে বিদ'আতীরা রাসূল (ছাঃ)-কে নূর নবী সাব্যস্ত করে থাকে। অতএব মুহাম্মাদ (ছাঃ) মাটির তৈরি এই আক্বীদাই পোষণ করতে হবে এবং তিনি নূরের তৈরি এই আক্বীদা বর্জন করতে হবে।

রাসূল (ছাঃ) কি গায়েবের জ্ঞান রাখতেন?

মহান আল্লাহ ব্যতীত কেউ অদৃশ্যের জ্ঞান রাখেন না। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, 'তুমি বল, আল্লাহ ছাড়া আসমান ও যমীনের কেউই গায়েবের জ্ঞান রাখে না এবং তারা এটাও বুঝে না যে, তারা কখন পুনরুত্থিত হবে' *(নামল ২৭/৬৫)*। অথচ এ দেশের অধিকাংশ মানুষ 'রাসূল (ছাঃ) গায়েবের জ্ঞান রাখতেন' এ ভ্রান্ত আক্বীদায় বিশ্বাসী। এ জন্য তারা নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে বিভিন্ন মীলাদের মজলিসে হাযির করানোর জন্য পৃথক চেয়ারের ব্যবস্থা রাখে (নাঊযুবিল্লাহ)। অথচ মহান রাব্বুল আলামীন স্বয়ং তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেন, তুমি বল! আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার রয়েছে। আর আমি গায়েব সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখি না এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলি না যে, আমি একজন ফেরেশতা। আমার কাছে যা কিছু অহিরূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি' *(আন'আম ৬/৫০)*। উক্ত আয়াত প্রমাণ করে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর জানতেন না, তবে তাঁকে অহি-র মাধ্যমে যা জানানো হত তিনি তাই বলতেন। অন্যত্রে মহান আল্লাহ আরো বলেন, '(হে নবী তুমি বল!) আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছি না যে, আমার নিকট আল্লাহ্র ধন-ভাণ্ডার আছে। আর আমি গায়েবের খবর রাখি না' *(হূদ১১/৩১)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, তুমি বল!

Contents

আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া আমার নিজের জন্য লাভ ও ক্ষতি কোনকিছু করার অধিকার আমি রাখি না। আমি যদি গায়েব সম্পর্কে জানতাম, তবে আমি অনেক কল্যাণ লাভ করতে পারতাম। আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারত না। আমি শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা' *(আ'রাফ ৭/১৮৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'গায়েব বা অদৃশ্যের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউই তা জানে না। মাটিতে ও পানিতে সবকিছুই তিনি অবগত রয়েছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারে কোন শস্যকণাও অংকুরিত হয় না। এমনকি কোন সরস ও নিরস বস্তুও নেই, যা সুস্পষ্ট কিতাবে নেই' *(আন'আম ৬/৫৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'আর মদীনাবাসীদের মধ্যে হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক্ব রয়েছে, তুমি তাদেরকে জান না, আমিই তাদেরকে জানি' *(তওবা ৯/১০১)*। এছাড়া রাসূল (ছাঃ) যে গায়েবের খবর জানতেন না, তা হাদীছে জিবরীল দ্বারাও প্রমাণিত হয়। যেমন হাদীছে এসেছে, জিবরীল আমীন যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কিয়ামত দিবস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, তখন জবাবে তিনি বলেছিলেন, এ ব্যাপারে জিজ্ঞেসকারীর চেয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বেশী কিছু জানেন না' *(বুখারী হা/৫০; মুসলিম হা/৯৭)*। এছাড়া আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপের ঘটনাটিও প্রমাণ করে, রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানতেন না। যদি গায়েবের খবর রাখতেন, তাহলে যখন আয়েশা (রাঃ) এর উপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করা হয়েছিল, তখনই তিনি বলে দিতেন যে, এটি মিথ্যা অপবাদ। কিন্তু তিনি কিছুই বলতে পারেন নি; বরং অহি অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন। আয়েশা ছিদ্দীকা (রাঃ) বলেন,... যে ব্যক্তি তোমাকে বলবে যে, রাসূল (ছাঃ) গায়েব জানেন, তাহলে সে মিথ্যা বলবে' *(বুখারী হা/৭৩৮০)*। এভাবে রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে, যেগুলো সম্পর্কে পূর্বে জানা থাকলে তাঁকে কষ্ট ভোগ করতে হত না। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এই বিশ্বাসের উপর মৃত্যুবরণ করবে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাটির তৈরীর মানুষ নন বা আদম সন্তানের অন্তর্ভূক্ত নন, তিনি গায়েবের খবর রাখতেন, এটা কুফরী এবং একে বড় কুফরী গণ্য করা হবে' *(মাজমু' আল-ফাতাওয়া ৫/৩১৯ পৃ.)*। এছাড়া হানাফী বিদ্বানদের ঐক্যমতে, যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে গায়েব জান্তা বলে বিশ্বাস করে সে ব্যক্তি মুশরিক অথবা কাফির বলে গণ্য হবে' *(শায়খ শামসুদ্দীন আফগানী, জুহুদুল ওলামা আল-হানাফিইয়াহ ২/৯২৫ পৃ.)*। অতএব উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছ থেকে বুঝা যায়, রাসূল (ছাঃ) গায়েবের খবর রাখতেন না। কেবল অহি-র মাধ্যমে যে খবর তাঁকে জানিয়ে দেয়া হত, কেবল তিনি তাই জানতে পারতেন। এখন কোন ব্যক্তি যদি এ ধারণা পোষণ করে যে, রাসূল (ছাঃ) বা অন্য কোন পীর-মাশায়েখ বা ওলী-আওলিয়া, গণকঠাকুর বা জাদুকর গায়েবের খবর রাখেন, তাহলে নিঃসন্দেহে সে কাফের হয়ে যাবে।

Contents

এখন প্রশ্ন হল, তাহলে কেন আমাদের দেশে এই আক্বীদা ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে আছে? এর উত্তর হল, একশ্রেণীর ধর্ম ব্যবসায়ী পীর-মাশায়েখ তাদের বিনা পুঁজির মাযার ব্যবসা চালু রাখার জন্যই এই আক্বীদা চালু রেখেছে। আর এভাবেই তারা খানকায় বসে সাধারণ জনগণের কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে।

যিনি আল্লাহ তিনিই কি মুহাম্মাদ (ছাঃ)?

একশ্রেণীর ভণ্ড ছূফীরা উক্ত কুফরী আক্বীদা পোষণ করে থাকে। তারা কবিতার সুরে সুরে বলে, 'আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা; 'আহমাদ' 'আহাদ' হলে তবে যায় জানা। মীমের ঐ পর্দাটিরে উঠিয়ে দেখরে মন, দেখবি সেথায় বিরাজ করে 'আহাদ' নিরঞ্জন' (নাঊযুবিল্লাহ)। এছাড়া তারা আরো বলে থাকে, 'ওহ্ জো মুস্তাবী আরশ থা খোদা হো কর, উতার পাড়া হ্যায় মদীনা মেঁ মুছত্বফা হো কর'। অর্থাৎ 'আরশের অধিপতি আল্লাহ ছিলেন যিনি, মুছত্বফা রূপে মদীনায় অবতীর্ণ হন তিনি' (নাঊযুবিল্লাহ)। এভাবে তারা বিভিন্ন যুক্তি ও অপকৌশলে ফানা-ফিল্লাহ হয়ে যাওয়ার আক্বীদা পোষণ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে যতগুলো নোংরা আক্বীদা সমাজে প্রচলিত রয়েছে, তার মধ্যে এটি সবচেয়ে জঘন্য। জেনে বুঝে কেউ এধরণের ভ্রান্ত বিশ্বাস করে থাকলে, সে শিরকে আকবারে নিমজ্জিত হবে, যা তাকে ইসলাম থেকে বের করে দিবে এবং এ অবস্থায় মারা গেলে চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। মহান আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

[চলবে]

ইতিহাসের পাতা

ফিলিস্তীনে বায়তুল মুক্বাদ্দাস মুসলমানদের পবিত্র মসজিদ

লিলবর আল-বারাদী
যশপুর, তানোর, রাজশাহী।

ভূমিকা :

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, স্বীয় বান্দাকে রাত্রি বেলায় ভ্রমণ করিয়েছেন মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আকসা পর্যন্ত। যার চারপাশকে আমি কল্যাণময় করেছি, তাঁকে আমার নিদর্শনাবলী দেখানোর জন্য। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(ইসরা ১৭/১)*। ইসরা ও মি'রাজের রাত্রিতে রাসূল (ছাঃ)-কে সর্বপ্রথম বায়তুল মুক্বাদ্দাসে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে তিনি ছালাত আদায় করেন ও সমস্ত নবীদের ইমামতি করেন। অতঃপর তিনি সেখান থেকে ঊর্ধ্বাকাশে গমন করেন। ফিলিস্তীন ও বায়তুল মুক্বাদ্দাস সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হল-

ফিলিস্তীন আদিবাসীদের পরিচয় :

হযরত নূহ (আঃ)-এর পঞ্চম অধঃস্তন পুরুষের নাম ছিল ফিলিস্তীন। তার নামানুসারে ঐ ভূখণ্ডের নাম আজও ফিলিস্তীন। তৎপরবর্তী আধুনিক সভ্যতার যাত্রা শুরু হয় মূলতঃ আনুমানিক ৩০০০ বছর পূর্বে ব্যাবিলনে এবং ২৮০০ বছর পূর্বে ফিলিস্তীনে। কেননা জাতির পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন হিজরত করে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালে ফিলিস্তীনে আসেন তখনও তিনি সেখানে জনবসতি ও সভ্যতার

উৎকর্ষতা লক্ষ্য করেন। কারণ হযরত নূহ (আঃ) ইরাকের মূছেল নগরীতে স্বীয় সম্প্রদায়ের সাথে বসবাস করতেন। তারা বাহ্যতঃ সভ্য হলেও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল। তিনি তাদের হেদায়েতের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। মহাপ্লাবনের পর তার সাথে নৌকারোহী মুমিন নর-নারীদের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীতে নতুন করে আবাদ শুরু হয় এবং তাদেরকে তিনি সত্যের পথে পরিচালিত করেন। এ কারণেই তাকে ابو البشر الثانى বা 'মানব জাতির দ্বিতীয় পিতা' বলা হয় *(নবীদের কাহিনী ১/৫৩ পৃ.)*। আর তিনিই ছিলেন পৃথিবীর প্রথম রাসূল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৭২)*। পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতি একই ভূখণ্ডে বসবাস করত এবং পরবর্তী কালে তাদের চাহিদামত পৃথিবীর বিভিন্ন চারণভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/৬ পৃ.)*। মহান আল্লাহ বলেন, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ 'আমরা তার (নূহের) বংশধরগণকেই অবশিষ্ট রেখেছি' *(ছাফফাত-৩৭/৭৭)*। অর্থাৎ নূহের মহাপ্লাবনের পর কেবল তার তিন পুত্রসহ মুমিন নর-নারীগণই অবশিষ্ট ছিল। ঐতিহাসিকদের মতে, সবচেয়ে পুরাতন জাতি হল সেমেটিক জাতি। সেমেটিক শব্দটি আদি বাইবেল (Old Testment)-এ সেম (Shem) হতে উদ্ভূত বলে উল্লিখিত হয়েছে *(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, ৫১ পৃ.)*। হযরত নূহ (আঃ)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র সাম (سام)-এর বংশধর সেমেটিক জাতি নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ابو العرب বা আরব জাতির পিতা। আর তাঁর বংশধরগণের মধ্যেই হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক (আঃ)-দের মত বিশ্ববিশ্রুত মহান ব্যক্তিদের আবির্ভাব। আর ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর ছিলেন মানব জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান, বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত, শেষনবী হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ) *(নবীদের কাহিনী ১/৫২ পৃ.)*। সৈয়দ আমীর আলীর মতে, 'সেমিটিক জাতির আদি বাসস্থান মেসোপটেমিয়া। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৩৮০০ সালে ব্যাবিলন সভ্যতার বিকাশ লাভ করে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০০ হতে ৫০০ সালের মধ্যে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে মেসোপটেমিয়া থেকে ফোরাত-দজলা উপত্যকা, সিরিয়া, ফিলিস্তীন, সিনাই এলাকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিতে ছড়িয়ে পড়ে'। খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ হতে ২৫০০ সালের মাঝে বনু কেনান ফিলিস্তীনে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। আর এটা ঘটেছিল বনী ইসরাঈলদের আসার ১৫০০ বছর পূর্বে *(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান, পৃ. ২০-২২)*। আবার আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৪৪৬ থেকে ১৪২৩ সালের মধ্যবর্তী সময় হযরত মূসা (আঃ) ফেরাঊনকে তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিতে থাকেন। কিন্তু আল্লাহর গযবের শিকার হয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪২৩ সালে ফেরাঊন ও তার দলবল সকলেরই সাগরে ডুবে সলিল সমাধি হয়। অতঃপর হযরত মূসা (আঃ) খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮৬ সাল পর্যন্ত রাসূল হিসাবে বনু ইসরাঈলদের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং তীহ প্রান্তরে ৪০ বছর বন্দী অবস্থায় থাকা কালে খ্রীষ্টপূর্ব ১৩৮৬ সালে মারা যান *(নবীদের কাহিনী ২/১৪-১৫পৃ.)*। খ্রীষ্টপূর্ব ১০৯১ সালে শ্যামুয়েল

Contents

(شموعيل) নবী তালূতকে তাদের বাদশা বানিয়ে দেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১০৯১-১০৭৫ সালে তালুত *(সীরাতে সারওয়ারে আলম ২/৬৬)*, খ্রীষ্টপূর্ব ১০৭৫-১০১৫ সালে হযরত দাঊদ (আঃ) এবং তাঁর পুত্র হযরত সুলায়মান (আঃ) খ্রীষ্টপূর্ব ১০১৫-৯৭৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ১০০ বছর পর্যন্ত শাসন করেন *(নবীদের কাহিনী ২/১৬৪ পৃ.)*। খ্রীষ্টপূর্ব ৭২১ সালে সামারিয়ার পতনের মধ্য দিয়ে ইহূদী রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে *(বাইবেল, কুরআন ও বিজ্ঞান ২১ পৃ.)*। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৮৭ সালে ইহূদীদের পরপর দুইবার নির্বাসিত হতে হয়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬০ সালে তারা ব্যাবিলন বাদশাহ বুখতে নছরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, ফলে বুখেত নছর আবারও তাদেরকে আক্রমণ করে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও লুটতরাজ চালায়। আর এই ঘটনাটি ঘটেছিল হযরত সোলায়মান (আঃ) কর্তৃক বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদ নির্মাণের প্রায় ৪১৫ বছর পর *(তাফসীর মা'আরেফুল কুরআন পৃ. ৭৬৬)*।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস নির্মাণ :
বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নির্মাণ সর্বপ্রথম ফেরেশতাদের মাধ্যমে অথবা আদম (আঃ)-এর কোন সন্তানের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় কা'বাগৃহ নির্মাণের চল্লিশ বছর পরে। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে হযরত ইয়াকূব (আঃ) তা পুনর্নির্মাণ করেন। তার প্রায় হাযার বছর পরে দাঊদ (আঃ) তার পুনর্নির্মাণ শুরু করেন এবং সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে তা সমাপ্ত হয়। আবু যার (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর কাছে জানতে চান। হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সর্বপ্রথম কোন মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে? তিনি বললেন, মসজিদে হারাম। আমি বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বললেন, মসজিদে আকসা। আমি বললাম, এ দু'য়ের নির্মাণের মাঝখানে তফাৎ কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর। অতঃপর তিনি বললেন, যেখানেই তোমার ছালাতের সময় হবে, সেখানেই তুমি ছালাত আদায় করে নিবে। কারণ পৃথিবীটাই তোমার জন্য মসজিদ' *(বুখারী হা/ ৩৩৬৬, ৩৪২৫; ইবনু মাজাহ হা/ ৬৯০)*। কিন্তু হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর হাতে মূল নির্মাণ কাজ শেষ হলেও আনুসঙ্গিক কিছু কাজ তখনও বাকী ছিল। এমন সময় হযরত সুলায়মানের মৃত্যুকাল ঘনিয়ে এল। এই কাজগুলো অবাধ্যতা প্রবণ জিনদের উপরে ন্যস্ত ছিল। তারা হযরত সুলায়মানের ভয়ে কাজ করত। তারা তাঁর মৃত্যু সংবাদ জানতে পারলে কাজ ফেলে রেখে পালাতো। ফলে নির্মাণ কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যেত। তখন সুলায়মান (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়ে তাঁর কাঁচ নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। যাতে বাইরে থেকে ভিতরে সবকিছু দেখা যায়। তিনি বিধানানুযায়ী ইবাদতের উদ্দেশ্যে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে গেলেন, যাতে রূহ বেরিয়ে যাবার পরেও লাঠিতে ভর দিয়ে দেহ স্বস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে। সেটাই হল। আল্লাহ্‌র হুকুমে তাঁর দেহ উক্ত লাঠিতে ভর করে এক বছর দাঁড়িয়ে থাকল। দেহ পচলো না, খসলো না বা পড়ে গেল না। জিনেরা ভয়ে কাছে যায়নি। ফলে তারা হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে কাজ শেষ করে ফেলল। এভাবে কাজ সমাপ্ত হলে আল্লাহ্‌র হুকুমে

Contents

কিছু উই পোকার সাহায্যে লাঠি ভেঙ্গে দেওয়া হয় এবং সুলায়মান (আঃ)-এর লাশ মাটিতে পড়ে যায়। আল্লাহ বলেন, فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ 'অতঃপর যখন আমরা সুলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুনপোকাই জিনদেরকে তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সুলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। অতঃপর যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, যদি তারা অদৃশ্য বিষয় জানতো, তাহলে তারা (মসজিদ নির্মাণের) এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনির আযাবের মধ্যে আবদ্ধ থাকতো না' *(সাবা ৩৪/১৪)*। সুলায়মানের মৃত্যুর এই ঘটনা আংশিক কুরআনের আলোচ্য আয়াতের এবং আংশিক ইবনে আববাস (রাঃ) প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে *(ইবনু কাছীর, নবীদের কাহিনী-২/১৫৯-১৬০ পৃ.)*। হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসুরীদের অপকর্মের দরুণ বনু ইস্রাঈলের সাম্রাজ্য দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এক ভাগকে 'ইয়াহুদীয়াহ' বলা হত এবং তাদের রাজধানী ছিল ফিলিস্তীনের বায়তুল মুক্বাদ্দাস। অপর ভাগের নাম ছিল 'ইস্রাঈল' এবং এদের রাজধানী ছিল তৎকালীন সামেরা এবং বর্তমান নাবলুসে। আর তারা আপোষে পরস্পরে মারমুখী ছিল। উল্লেখ্য, ইস্রাঈলের শাসনকর্তার নাম ছিল আখীব। সে তার স্ত্রীর পরামর্শে বা'ল নামক দেবমূর্তির পূজা করত। *(নবীদের কাহিনী-২/১৬৫ পৃ.)*।

বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের ফযীলত : রাসূল (ছাঃ) মদীনায় হিজরতের পর বায়তুল মুক্বাদ্দাসকে ক্বিবলা করে ছালাত আদায় করেন। ইহূদীরা এতে খুবই খুশি হয়। কিন্তু রাসূল (ছাঃ)-এর মনের আন্তরিক বাসনা ছিল বায়তুল্লাহ কিবলা হয়ে যায়। এজন্য রাসূল (ছাঃ) বারবার আসমানের দিকে তাকাতেন, যেন ফেরেশতা আল্লাহ্‌র নির্দেশ আসে। অতঃপর 'নাখলা' অভিযানের পর ২য় হিজরীতে বায়তুল মুক্বাদ্দাসের পরিবর্তে মসজিদুল হারামকে ক্বিবলা করার নির্দেশে মহান আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয়ই আমি তোমার আকাশের দিকে বারবার মুখ ফিরিয়ে দেখাকে লক্ষ্য করেছি। যে কিবলা তুমি পসন্দ করো, আমি তোমাকে সেদিকে ফিরে যেতে আদেশ করছি। তুমি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ ফিরাও এবং তোমরা যেখানেই থাকো, ওরই দিকে মুখ ফিরাও। বস্তুত যাদেরকে কিতাব তাদের জানা আছে যে, কিবলার পরিবর্তন তাদের প্রতিপালকের পক্ষ হতে প্রকৃত সত্য এবং তারা যা করে আল্লাহ সে সম্পর্কে মোটেই গাফেল নন' *(বাকারাহ ২/১৪৪)*। বায়তুল মুক্বাদ্দাসে ছালাত আদায়ের অপরিসীম গুরুত্ব ও ফযিলত রয়েছে। সেখানে ছালাত আদায়কারীর পাপ মোচন করা হয় এবং সেখানে ছালাত আদায় কারীর ছওয়াব মসজিদে নববীর চার ভাগের এক ভাগ মর্মে আবদুল্লাহ ইবনু আমার (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, 'সুলায়মান ইবনু দাঊদ (আঃ) বায়তুল মুক্বাদ্দাস মসজিদের কাজ সম্পন্ন করে আল্লাহ তা'আলার নিকট তিনটি জিনিস প্রার্থনা করেন, আল্লাহ্‌র

Contents

বিধানের অনুরূপ সুবিচার, এমন রাজত্ব যা তাঁর পরে আর কাউকে দেয়া হবে না এবং যে ব্যক্তি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে শুধুমাত্র ছালাত আদায়ের জন্য আসবে, সে তাঁর গুণাহ হতে সদ্য প্রসূত সন্তানের মতো নিষ্পাপ অবস্থায় বের হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/১৪০৮; নাসাঈ হা/৬৯৩)*। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোথাও (ছাওয়াবের উদ্দেশে) সফর করা যাবে না। এ মসজিদগুলো হল, মাসজিদুল হারাম (ক্বাবা), মাসজিদুর রাসূল (মসজিদে নববী) এবং মসজিদুল আকসা' *(বুখারী হা/ ১১৮৯; মুসলিম হা/ ২৪৭৫; আবুদাউদ হা/ ২০৩৩; নাসাঈ হা/ ৭০০; তিরমিযী হা/ ৩২৬; ইবনু মাজাহ হা/ ১৪০৯ ও ১৪১০)*। যিয়াদের আযাদকৃত দাস কাযা'আ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করতে শুনেছি, 'মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এবং আমার মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদে (ছওয়াবের উদ্দেশে) সফর করা যাবে না' *(বুখারী হা/১১৯৭; মিশকাত হা/৬৯৩)*।

শেষকথা :

মুসলমান ও ইহূদী সম্প্রদায় উভয়ের দাবী হ'ল, হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাদের জাতির পিতা। ফিলিস্তীন তাদের আদি বাসভূমি এবং বায়তুল মুক্বাদ্দাস হল তাদের পবিত্র ভূমি। মুসলমানদের এ দাবীর স্বপক্ষে মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ 'তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। আর তিনি তোমাদের উপর দ্বীনের মধ্যে কোনরূপ সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্মের উপর তোমরা কায়েম থাক। তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম' হিসাবে ইতিপূর্বে এবং এই কিতাবে। যাতে রাসূল তোমাদের উপর সাক্ষ্যদাতা হন এবং তোমরা সাক্ষদাতা হও মানব জাতির উপরে। অতএব তোমরা ছালাত কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে মযবুতভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের অভিভাবক। কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি এবং কতই না উত্তম সাহায্যকারী তিনি *(হজ্জ ২২/৭৮)*। অন্যত্র বলেন, مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ 'ইবরাহীম না ইহূদী ছিলেন, না নাছারা ছিলেন। বরং তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মুসলিম। আর তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। *(আলে-ইমরান-৩/৬৭)*। সুতরাং এ কথা স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, ফিলিস্তীন ইহূদীদের নয় মুসলমানদের পবিত্র ভূমি। আসুন, আমরা ইহূদীদের কপটতার জাল ভেদ করে সম্মুখপানে অগ্রসর হই তাহলে মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র এই মসজিদকে অভিশপ্ত ইহূদীদের কবল থেকে মুক্ত করে মুসলিমদের জন্য তা রক্ষণাবেক্ষণ ও সেখানে ছালাত আদায়ের ব্যবস্থা করে দিবেন ইনশাআল্লাহ।

Contents

হাদীছের গল্প

আমল অনুযায়ী ফলাফল

আসমাউল হুসনা
জয়নাবাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

বারা ইবনু আযিব (রাঃ) বলেন, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আনছারীদের এক ব্যক্তির জানাযায় গিয়ে কবরের নিকট গেলাম, কিন্তু তখন কবর খোঁড়া হয়নি। রাসূল (ছাঃ) বসে গেলেন। আমরাও তাঁর পাশে চুপচাপ বসে গেলাম, যেন আমাদের মাথার উপরে পাখি বসে আছে। তখন রাসূল (ছাঃ)-এর হাতে এক খানা কাঠের টুকরা ছিল, যা দ্বারা তিনি চিন্তিত ব্যক্তির ন্যায় মাটিতে দাগ কাটছিলেন। তিনি মাথা উঠিয়ে বললেন, তোমরা আল্লাহ্‌র নিকট কবরের শাস্তি হতে পরিত্রাণ চাও, তিনি এ বাক্য দুইয়ের অধিকবার বললেন। অতঃপর বললেন, মুমিন বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে এবং পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার নিকট আসমান হতে উজ্জ্বল চেহারার একদল ফেরেশতা আসেন, যাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল, তাদের সাথে জান্নাতের কাফন সমূহের একটি কাফন থাকে এবং জান্নাতের খুশবু সমূহের একরকম খুশবু থাকে। তারা তার নিকট হতে তার দৃষ্টি সীমার দূরে বসেন। তারপর মালাকুল মাঊত তার নিকটে আসেন এবং তার মাথার নিকট বসে বলেন, হে পবিত্র আত্মা! বের হয়ে আস। আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে রয়েছে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তখন তার আত্মা বের হয়ে আসে, যেমন পাত্র হতে পানি অতি সহজেই বের হয়ে আসে। তখন মালাকুল মাঊত তা গ্রহণ করেন। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং ঐ সকল ফেরেশতাগণ গ্রহণ করেন এবং তাকে ঐ কাফনে, ঐ খুশবুতে রাখেন। তখন উহা হতে পৃথিবীতে প্রাপ্ত সমস্ত খুশবু অপেক্ষা উত্তম খুশবু বের হতে থাকে। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তাকে নিয়ে ফেরেশতাগণ উপরে উঠতে থাকেন এবং যখনই তারা ফেরেশতাগণের মধ্যে কোন ফেরেশতা দলের নিকট পৌঁছেন, তখন ঐ ফেরেশতা দল জিজ্ঞেস, করেন এই পবিত্র আত্মা কার? তখন সেই ফেরেশতাগণ দুনিয়াতে তাকে লোকেরা যেসব নামে ভূষিত করত, সে সবের মধ্যে উত্তমটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। প্রথম আকাশ পৌঁছা পর্যন্ত এরূপ প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। তারপর তারা আসমানের দরজা খুলতে চাওয়া মাত্রই তাদের জন্য দরজা খুলে দেওয়া হয়। তখন প্রত্যেক আসমানে ফেরেশতাগণ তাদের পশ্চাদগামী হন। এভাবে তারা সপ্তম আসমান পর্যন্ত পৌঁছেন। এ সময় আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার বান্দার ঠিকানা ইল্লীঈনে লিখ এবং তাকে তার কবরে ফিরিয়ে নিয়ে যাও। কেননা আমি তাকে যমীন হতে সৃষ্টি করেছি এবং যমীনের মধ্যেই ফিরিয়ে নিয়ে যাব। অতঃপর আমি তাকে যমীন হতে বের করব। রাসূল (ছাঃ) বলেন, সুতরাং তার আত্মা তার

শরীরে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু কাফের বান্দা যখন দুনিয়া ত্যাগ করে পরকালের দিকে অগ্রসর হয়, তখন তার নিকট আসমান হতে এক দল কাল চেহারা বিশিষ্ট ফেরেশতা অবতীর্ণ হন, যাদের সাথে শক্ত চট থাকে। তারা তার নিকট হতে দৃষ্টি সীমার দূরে থাকেন। তারপর মালাকুল মাঊত আসেন এবং তার মাথার নিকট বসেন, অতঃপর বলেন, হে খবীছ আত্মা! বের হয়ে আস আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির দিকে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, এ সময় আত্মা ভয়ে তার শরীরের মধ্যে এদিক সেদিক পালাতে থাকে। তখন মালাকুল মাঊত জোরে টেনে বের করেন, যেমন শাপকে তার গর্ত থেকে বের করা হয়, যাতে তা ছিঁড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এভাবে তিনি তাকে গ্রহণ করবেন। কিন্তু যখন তিনি গ্রহণ করবেন তখন মুহূর্ত কালের জন্যও নিজের হাতে রাখেন না। বরং অপেক্ষমান ফেরেশতাগণ তাড়াতাড়ি তাকে সেই চটের মধ্যে জড়িয়ে নেন। তখন তা হতে দুর্গন্ধ বের হতে থাকে পৃথিবীর পঁচা-সড়া গলিত দেহ অপেক্ষা অধিক দুর্গন্ধ। তা নিয়ে তারা উপরে উঠতে থাকেন, কিন্তু যখনই তাকে নিয়ে ফেরেশতাদের কোন দলের নিকট পৌঁছেন, তখন তারা জিজ্ঞেস করেন, এই খবীছ আত্মা কার? তখন মানুষেরা তাকে যে সকল খারাপ নামে ডাকত সেগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা খারাপটি দ্বারা ভূষিত করে বলেন, অমুকের পুত্র অমুক। প্রথম আসমানে পৌঁছা পর্যন্ত এভাবে প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। অতঃপর তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে চাওয়া হয় কিন্তু খুলে দেওয়া হয় না। এ সময় রাসূল (ছাঃ) কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন, إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ‘নিশ্চয়ই যারা আমাদের আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলেছে ও তা থেকে অহংকার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দরজা সমূহ উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্রপথে উষ্ট্র প্রবেশ করে। এভাবেই আমরা অপরাধীদের শাস্তি প্রদান করে থাকি’ *(আ‘রাফ ৭/৪০)*। তখন আল্লাহ বলেন, তার ঠিকানা সিজ্জীনে লিখে দাও। আর তা হচ্ছে জমীনের নিম্নস্তরে। ফলে তার আত্মাকে যমীনে খুব জোরে নিক্ষেপ করা হয় এবং তার আত্মা তার দেহে ফিরিয়ে দেওয়া হয় *(আহমাদ, মিশকাত হা/১৫৪২)*।

শিক্ষা :

১. ব্যক্তির আমল অনুযায়ী পরকালে সে ফল ভোগ করবে।

২. নেক আমল করলে সে জান্নাতবাসী হবে।

৩. মুমিন ব্যক্তি দুনিয়াতেই সুসংবাদপ্রাপ্ত হন।

৪. ভালো আত্মাকে ভালো নামে ভূষিত করা হবে।

৫. খবীছ আত্মাকে দুনিয়াতে মানুষ যে সকল খারাপ নামে ডাকত মৃত্যুর পরে ফেরেশতা সে সকল খারাপ নামে ডাকবে।

Contents

এসো দো'আ শিখি

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক

১৯. সংকটকালীন দো'আ :

(ক) يَا حَىُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ *'ইয়া হাইয়ু ইয়া ক্বাইয়ূমু বিরহমাতিকা আস্তাগীছ'* (হে চিরঞ্জীব! হে বিশ্বচরাচরের ধারক! আমি আপনার রহমতের আশ্রয় প্রার্থনা করছি)। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যখন কোন দুঃখ বা সংকটের সম্মুখীন হতেন, তখন এই দো'আটি পড়তেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪)*।

(খ) ভূমিকম্প বা যে কোন আকস্মিক বিপদে বলবে, لآ إِلَـهَ اِلاَّ اللهُ *'লা ইলাহা ইল্লালা-হ'* (নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ব্যতীত) *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৫৪)*। **অথবা** এর সাথে উপরের দো'আটি পড়বে। **অথবা** বলবে, *'আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লায়না অলা 'আলায়না'* (হে আল্লাহ! আমাদের থেকে ফিরিয়ে নাও। আমাদের উপর দিয়ো না) *(বুখারী হা/৯৩৩; মিশকাত হা/৫৯০২)*।

(গ) اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَسُوْءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعْدَاءِ *'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন জাহদিল বালা-ই, ওয়া দারাকিশ শাক্বা-ই, ওয়া সূ'ইল ক্বাযা-ই ওয়া শামা-তাতিল আ'দা-ই'*। (হে আল্লাহ! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি অক্ষমকারী বিপদের কষ্ট হতে, দুর্ভোগের আক্রমণ হতে, মন্দ ফায়ছালা হতে এবং শত্রুর খুশী হওয়া থেকে) *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪৫৭)*।

(ঘ) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ *'আলা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন যাওয়া-লি নি'মাতিকা ওয়া তাহাউউলি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামী'ই সাখাত্বিকা'* (হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার থেকে আপনার নে'মত চলে যাওয়া হতে, আপনার দেওয়া সুস্থতার পরিবর্তন হতে, আপনার শাস্তির আকস্মিক আক্রমণ হতে এবং আপনার যাবতীয় অসন্তুষ্টি হতে) *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৬১)*।

(ঙ) اَللهُ اللهُ رَبِّي لاَ أُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا *আল্লাহ আল্লাহ রব্বী লা উশরিকু বিহী শাইয়ান* (আল্লাহ আল্লাহ আমার প্রতিপালক! আমি তার সাথে কোন কিছুকে শরীক করি না)' *(আবুদাঊদ হা/১৫২৫)*।

(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) শীর্ষক গ্রন্থ, পৃ. ২৯২-২৯৪)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না ও বড়দের অধিকার বা মর্যাদা বুঝে না সে ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়' *(আবুদাঊদ হা/৪৯৪৩)*।

Contents

গল্পে জাগে প্রতিভা

আল্লাহ্‌র উপর ভরসা

নাফিয আল-মাহমূদ
হিফয বিভাগ, মক্তব শাখা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আব্দুল্লাহ ও আহমাদ দু'জনের বেশ বন্ধুত্ব। একদিন আহমাদ বিষণ্ণ বদনে বসে আছে। আব্দুল্লাহ তাকে দেখে জিজ্ঞেস করল, 'বন্ধু তোমার কী হয়েছে? কেন চুপ করে রাস্তার পাশে বসে আছো? 'আমার মন খারাপ, আমার চারপাশে বেশ কিছু বিপদ। জানি না কী করব? বুঝে আসছে না এখন আমার কি করা উচিৎ? বলল, আহমাদ।

আব্দুল্লাহ বলল, 'বিপদ আসলে সর্বদা আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করতে হয়। তুমিও তাই কর। মহান আল্লাহ তোমার বিপদ দূর করে দিবেন। তিনি আমাদের বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করে থাকেন। তাহলে একটা গল্প শুনো। এই বলে সে এক মা হরিণীর গল্প শুরু করল।

বনের ভেতর এক হরিণী বাস করত। সে ছিল সন্তান সম্ভবা। যখন তার সময় হল সন্তান জন্ম দেয়ার। তখন সে বনের ধারে নদীর পাশে ঘাসজমিতে সুন্দর পরিবেশে একটি জায়গা খুঁজে নিলো। কিছু সময় অতিবাহিত হতেই তার প্রসব বেদনাও উঠলো। কিন্তু হায়! এ সময় হরিণীটির চারপাশে শুরু হল মহাবিপদ। সে যখন উপরে আকাশের দিকে তাকালো, দেখলো ঘন কালো মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। আবার যখন জংগলের দিকে তাকালো, দেখলো ঘন জংগলে হঠাৎ দাবানল শুরু হয়েছে। এর মাঝে সে টের পেলো তার সামনে এক ক্ষুধার্ত সিংহ তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর পেছনে ফিরে দেখলো একজন শিকারী তার দিকে তীর নিশানা করে আছে। হারিণী বুঝতে পারছিল না এখন কি করবে? দিশেহারা বিপদের মুহূর্তে আগুনের দাবানল, সামনে নদীর স্রোত, আকাশে ঘন কালো মেঘ, ক্ষুধার্ত সিংহ এবং নির্দয় শিকারী দ্বারা চারিদিক ঘিরে থাকা হরিণীটি চুপচাপ কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাবলো যে, আল্লাহ আমার সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা সেই মহান আল্লাহ আমার হেফাযতকারী এবং তিনিই আমার সন্তানের হেফাযত করবেন। তারপর হারিণীটি সব বিপদ-আপদ অগ্রাহ্য করে সিদ্ধান্ত নিলো সে তার সন্তান জন্ম দিবে। এবার সে মহান আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে সন্তান প্রসব করল। আর মুহূর্তের মধ্যে যা ঘটল :

কালো মেঘাচ্ছন্ন আকাশে তুমুল ঝড়-বৃষ্টি শুরু হল। সেই সাথে প্রচণ্ড বজ্রপাত নামল। বজ্রপাতের তীক্ষ্ণ আলোর ঝলকানিতে শিকারী চোখে ঝাপসা অন্ধকার দেখলো। অন্ধকারে শিকারী তীর ছুড়ে দিলো। সেই তীর হরিণীর পাশ কেটে সিংহের মাথায় আঘাত করলো। তুমুল বৃষ্টিপাতে জঙ্গলের আগুন নিভে শান্ত হয়ে গেলো। হরিণীটি একটি সুস্থ ও সুন্দর শাবকের জন্ম দিলো। আল-হামদুলিল্লাহ সকল বিপদের অবসান হল।

Contents

শিক্ষা :

১. *আমাদের জীবনেও এরকম কিছু সময় আসে। চারিদিক থেকে বিপদ, নিন্দা, হতাশা ও অসহযোগিতা চেপে ধরে। কখনো কখনো এই খারাপ সময় এত শক্তিশালী মনে হয় যে, আমরা পরিস্থিতির কাছে হার মেনে যায়। আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করি। অথচ এটি ভুল সিদ্ধান্ত। আর সেটা আমরা এই হরিণীর গল্প থেকে শিক্ষা নিতে পারি।*

২. *যখন হরিণীটির চারপাশে এত বিপদ ছিল, তবুও তার জীবন মৃত্যুর দিকে না তাকিয়ে বিপদের আশংকায় নিজের লক্ষ্য থেকে এক বিন্দু সরে যায়নি। সে তার সন্তান প্রসবে নিজের সব মনযোগ দিয়েছে। আর আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখার জন্য তার সমস্ত বিপদ-আপদ মহান আল্লাহ নিজেই সমাধান করে দিয়েছেন।*

৩. *যখন হতাশা গ্রাস করে, নিজের উপর বিশ্বাস উঠে যায়, তখন মহান আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা রেখে জীবনের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়। মনে রাখুন, মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের সময় রাসূল (ছাঃ) ও আবু বকর (রাঃ) শত্রুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য ছওর গিরিগুহায় আত্মগোপন করে থাকলেন তিনদিন। রাসূল (ছাঃ) এ সময় গুহা মুখে শত্রুর পদচারণা দেখে ভীত সাথীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'চিন্তিত হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন' (তওবা ৯/৪০)।*

৪. *বিপদ-আপদ পরীক্ষা মাত্র। তাই সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ্র উপর ভরসা করা উচিৎ।*

ভ্রমণ স্মৃতি

শিক্ষা সফরে ৮ দিন

যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

পৃথিবী ভ্রমণ আল্লাহ তা'আলার নির্দেশের একটি অংশ। এর দ্বারা মানুষ তার অজানা বিষয়কে জানতে পারে। প্রত্যেকটি সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর নিদর্শন লুক্কায়িত রয়েছে। কোন জিনিসকে তিনি নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিবসের আগমন-নির্গমনে জ্ঞানীদের জন্য (আল্লাহ্র) নিদর্শন সমূহ নিহিত রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টি বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে এবং বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! তুমি এগুলোকে অনর্থক সৃষ্টি করোনি। মহা পবিত্র তুমি। অতএব তুমি আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে বাঁচাও!' *(আলে ইমরান ৩/১৯০-১৯১)*। বিশেষ করে ছাত্র জীবনের সাথে শিক্ষা সফর যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বিষয়টি লক্ষ্য রেখে ছাত্র জীবনের শেষ মুহূর্তে এসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের এম.এ শেষ বর্ষের ছাত্রদের উদ্যোগে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও শিক্ষা সফর আয়োজন করা হয়। সবার ইচ্ছা ছিল দেশের বাইরে কোথাও যাবার। কিন্তু প্রশাসনিক কারণে সম্ভব না হওয়ায় স্থান হিসাবে নির্ধারণ করা হয়

Contents

আল্লাহ তা'আলার অপূর্ব সৃষ্টি জগতের অন্যতম সৌন্দর্যের লীলাভূমি পার্বত্য চট্টগ্রামের কতিপয় যেলা সমূহ ও সাগর কন্যা খ্যাত কক্সবাজার। বিশেষ করে সফরে সাথে ছিলেন ক্লাস মেইট ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক ইহসান ইলাহী যহীর ভাই। শিক্ষকদের মধ্য থেকে ছিলেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ক্বামারুযযামান স্যার ও তাঁর পরিবার। তারিখ অনুযায়ী আমরা দু'জন মারকায হতে ১০ই ডিসেম্বর ২০১৭ রবিবার সদ্য অবসরে যাওয়া বিভাগের প্রবীণ শিক্ষক, সাবেক চেয়ারম্যান ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** স্যারের দো'আ নিয়ে বিকাল সাড়ে ৪-টায় রাবি ক্যাম্পাসে যাই। সেখান হতে যাত্রা শুরু করে পরদিন বেলা সাড়ে ১২-টায় আমরা চট্টগ্রাম পৌঁছায়।

১১ই ডিসেম্বর : দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আমরা দুপুর ১২.৩০ মিনিটে চট্টগ্রামে বায়েজীদ বোস্তামীর মাযারে পৌঁছালাম। ঢুকতেই দেখি কিছু লোক পুকুরে কাছিমকে আদর করে খাবার প্রদান করছে। কিছু লোক বরকত হাছিল ও গুনাহ মাফের আশায় নোংরা পানিতে ওযূ করছে। মাযারটি যমীন হতে অনেক উপরে হওয়ায় সিঁড়ি বেয়ে উঠতেই চোখে পড়ে গেইটের দুই পাশে বায়েজীদ বোস্তামী সম্পর্কে বাংলা ও ইংরেজীতে কিছু লেখা। তাঁর সম্পর্কে যত কথা প্রচলিত রয়েছে তার অধিকাংশই ভিত্তিহীন। তাঁর মৃত্যু এদেশে হয়েছে কিনা এ নিয়ে আলেমদের সন্দেহ রয়েছে। অথচ তাঁর ভূয়া কবর বানিয়ে ধোঁকাবাজরা ব্যবসা করছে! উপরে উঠার জন্য মাযারের আদব রক্ষার্থে স্যাণ্ডেল খুলে উঠতে হয়। ভিতরে ঢুকতেই দেখি দাড়ি বিহীন পাঞ্জাবী টুপি পরিহিত মাযার পরিচর্যার দায়িত্বে নিয়োজিত কিছু লোক টাকার বাক্স নিয়ে বসে আছে। মোবাইল নিয়ে ঢুকতেই তারা মোবইল বন্ধ করতে বলে। ভিতরে দেখি কিছু লোক মাযারের দুই কোণে বসে হাত তুলে দো'আ করছে আর বলছে হে আল্লাহ! যত পাপ করেছি এই অলী আল্লাহ্র অসীলায় মাফ করে দাও-নাঊযুবিল্লাহ! মূল মাযারের উপর মোটাক্ষরে লেখা আছে, 'মাযারে সিজদাহ করা শরী'আতে নিষেধ'। পাশেই মহিলাদের জন্য দো'আ করার আলাদা ঘর রয়েছে। বাহিরে টেবিলের উপর অনেকগুলো মোমবাতি জ্বালানো।

দেখা শেষে দুপুর ১-টায় সোজা রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। দুপুর সাড়ে ৩-টায় পৌঁছে 'গ্রীন হিল' নামক হোটেলে উঠলাম, ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাবার শেষে 'কাপ্তাই লেক' ও 'রাজবন' বিহার দেখে আসলাম। যেখানে রাজকার্যালয় ও বৌদ্ধদের প্যাগোডাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

১২ই ডিসেম্বর : খুব সকালে ফজর ছালাত পড়ে সোয়া ৬-টায় রাঙ্গামাটি থেকে বান্দরবানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। পথিমধ্যে নযরে পড়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধদের সবচেয়ে বড় প্যাগোডা। আঁকা-বাঁকা দীর্ঘ পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে সাড়ে ১১-টায় বান্দরবান

Contents

শহরে এসে পৌঁছালাম। দর্শনীয় স্থান হিসাবে রয়েছে অনেক স্পট। পাহাড়ে উঠার জন্য চাঁন্দের গাড়িতে চড়ে যেতে হয়। পাহাড় ঘেঁষে চলেছে রাস্তা। বিশাল পাহাড় দেখে সবাই হতবাক। আল্লাহ্র প্রশংসা করে সবাই সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার বলতে বলতে যাচ্ছে। আল্লাহ তা'আলার এই সৃষ্টি রহস্য অনুধাবন করছিলাম যে, মাইলের পর মাইল শুধু পাহাড় আর পাহাড়! নেই কোথাও সমতলভূমি। অথচ আমাদের এলাকায় মাইলের পর মাইল কোথাও পাহাড় খুঁজে পাওয়া যায়না। পাহাড় আল্লাহ্র অন্যতম সৃষ্টি। আল্লাহ বলেন, 'আমি কি যমীনকে বিছানা স্বরূপ বানাইনি, আর পাহাড়কে পেরেক স্বরূপ? *(নাবা ৭৮/৬-৭)*। যাত্রা পথে দেখলাম বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ীরা ছোট ছোট ঘর বানিয়ে বসবাস করছে। সম্প্রতি বন্যার সময় পাহাড় ধ্বসে বাড়ী-ঘর সহ অনেক মানুষ মারা গেছে। তাদের জীবন ব্যবস্থা দেখে খুব কষ্ট অনুভূত হল। না আছে কোন ভালো আবাসস্থল, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও খাবার হোটেল কিংবা চিকিৎসা সেবা। ড্রাইভারের গাড়ী চালানোর গতি দেখে ভয় পাচ্ছিলাম। না জানি কখন গাড়ী বিশাল পর্বতের চূড়া থেকে গর্তের মাঝে পড়ে যায়। তবুও আল্লাহ্র উপর ভরসা করে এগিয়ে চলি। সমুদ্র পৃষ্ঠ হতে নীলগিরি পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ২২০০ ফুট, যা বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্যটন কেন্দ্র। সেখানে উঠতে কতটা বেগ পেতে হয় চিন্তা করি! দীর্ঘ ৫০ কি. মি. পাহাড়ী পথ অতিক্রম করে অবশেষে নীলগিরি চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। কী চমৎকার দৃশ্য! চূড়ায় উঠে মনে হচ্ছে যেন আকাশের মেঘ হাতে পেয়ে যাব! সেখান থেকে বান্দরবান যেলার প্রায় চারিদিকের অবস্থান অবলোকন করা যায়। চারিদিকে শুধু পাহাড় আর পাহাড়। বিশেষ করে সেখান থেকে সূর্য উদয়-অস্তের দৃশ্য দেখা যায়। পুরো পর্যটন কেন্দ্রটিই প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং তারাই পরিচালনা করে। রাত্রে থাকার জন্য রয়েছে কয়েকটি কটেজ ও খাবার রেস্টুরেন্ট। সেখানে একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র আছে যা দ্বারা পাহাড়ের চর্তুদিকে কোথায় কী হচ্ছে সব অবলোকন করা যায়। প্রায় দেড় ঘণ্টা অবস্থান করে চুম্বুক পাহাড় ও শৈল্য প্রপাত দেখা শেষে ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় বিকাল ৪-টায় দুপুরের খাবারের জন্য রান্নার স্থলে ফিরে আসলাম। পর্যটকদের নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন স্থানে সেনা ক্যাম্প স্থাপন করা আছে। খাবার শেষে আবার দেখার পালা নীলাচল। শহর থেকে মাত্র ৪ কি.মি. দূরে ২ হাযার ফুট উঁচু অপরূপ সৌন্দর্যের লীলাভূমি এই নীলাচল। পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়া হতে বান্দরবানের পুরো শহরটি স্পষ্টভাবে দেখা যায়। বিশেষ করে পাহাড়ের কোথায় কোথায় লোকজন বসবাস করে সেই দৃশ্যগুলো রাতের আলোয় স্পষ্ট ভাবে বুঝা যায়। সেখানকার দায়িত্বরত একজন পুলিশ অফিসারের সাথে সেখানকার পানি সরবরাহের ব্যাপারে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয় জেনে আন্তরিকতার সাথে তিনি আমাদের ঝর্ণা হতে পানি

Contents

পড়ার উৎপত্তি স্থল দেখাতে চাইলেন। কিন্তু সময়ের স্বল্পতায় দেখা সম্ভব হলোনা। মাগরিব-এশার ছালাত জমা করে পরবর্তী স্পট দেখার জন্য রাত পৌনে ৭-টায় সৌন্দর্যের প্রতীক বান্দরবান হতে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে সোয়া ১০-টায় পৌঁছালাম। 'সী কিং' নামক হোটেলে উঠলাম। রাতের খাবার শেষে সবাই সীবীচে রাতের দৃশ্য দেখতে গেলাম। সাগর থেকে আসা বিশাল ঢেউয়ের গর্জন শুনা যাচ্ছিল। তবে কোন কিছু দেখা না যাওয়ায় হোটেলে ফিরে আসি।

১৩ই ডিসেম্বর : সমুদ্রের জোয়ার দেখতে খুব সকালে আবার কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে গেলাম। সাগরের ঢেউ দেখে লোভ সামলাতে না পেরে সকলেই পানিতে নেমে আনন্দ-উল্লাস করতে থাকে। প্রায় সাড়ে ৩ ঘণ্টা সেখানে অবস্থান করি। পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্রসৈকত ও বাংলাদেশের প্রধান পর্যটনকেন্দ্র এই কক্সবাজার। সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য প্রায় ১২০ কি.মি.। সাগরের উপর্যুপরি ঢেউ মনকে উৎফুল্ল করে তোলে। ফিরে এসে ইহসান ভাই বললেন, অল্প দূরেই আমাদের সংগঠনের কক্সবাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ। দু'জনেই গেলাম। পথিমধ্যে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ভাইয়ের সাথে মোবাইলে কথা হয়। যোহরের ছালাত শেষ হওয়ায় শুধু ইমাম ছাহেব ও যেলা আন্দোলনের সহ-সভাপতি আমীনুল ইসলাম ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ হল। চিন্তা করলাম টেকনাফ হতে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর দাওয়াত পৌঁছে গেছে আল-হামদুলিল্লাহ! ফিরে এসে দুপুরের খাবার শেষে আবার দেখার পালা অপরূপ সৌন্দর্যের প্রতীক হিমছড়ি ঝর্ণা ও ইনানী সীবীচ। হিমছড়ি পৌঁছে প্রথমেই পাথর ভেদ করে ঝর্ণা হতে অবিরত পানি পড়ার দৃশ্য অবলোকন করলাম। আল্লাহ্র হুকুমে কিভাবে অনবরত পানি পড়ছে ভাবলে অবাক লাগে। পাশেই বিশাল পাহাড়। দেখার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। প্রায় ৩০০ ফুটের উঁচু পাহাড়, উঠতে বেগ পেতে হয়। পাহাড়ের চূড়া হতে চার দিকের দৃশ্য ভালো ভাবে দেখা যায় ও সমুদ্রের ঢেউয়ের শব্দ শোনা যায়। 'ইনানী সীবীচ' দেখার জন্য সেখান হতে সমুদ্রের কোল ঘেঁষে বিশ্বের সবচেয়ে বড় 'মেরিন ড্রাইভওয়ে' (সাগরপাড়ের সড়ক) দিয়ে অগ্রসর হলাম। মুম্বাইয়ের 'কইনস নেকলেস' প্রকল্পকেও হার মানিয়েছে বাংলাদেশের এই 'মেরিন ড্রাইভওয়ে'। যার দৈর্ঘ্য ৮০ কি.মি.। ৬ই মে ২০১৭ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এটি উদ্বোধন করেন। সূর্য প্রায় ডুবু ডুব মুহূর্তে সেখানে পৌঁছে গেলাম। আমাদের মতো আরো অনেকেই এসেছেন দেখার জন্য। সেখান থেকে সূর্য ডুবার দৃশ্য অবলোকন করা যায়। ফুটবল আকৃতির রক্তিম সূর্যটি দ্রুত বেগে পূর্ব থেকে পশ্চিমে ধাবিত হচ্ছিল। অল্প সময়ের ব্যবধানে আমাদের মাঝ হতে আস্তে আস্তে অস্তমিত হল সমুদ্রে। মসজিদে মাগরিব-এশা জমা করে হোটেলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম।

১৪ই ডিসেম্বর : পূর্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এদিন খুব সকালে ফজরের ছালাত আদায় করে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। পথিমধ্যে মিয়ানমার হতে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা ভাইদের আশ্রয় স্থলগুলো চোখে পড়ে। মনে পড়ে তাদের উপর লোমহর্ষক নির্যাতনের কথা। আমরা এসেছি আনন্দ করতে আর তারা শীতের মধ্যে কতই না কষ্ট ভোগ করছে! যদিও পূর্বে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের করুণ অবস্থার কথা জেনেছি ও দেখেছি কিন্তু আজ তা স্বচক্ষে দেখলাম। অবশেষে টেকনাফের নাফ নদী উপকূলে পৌঁছে জাহাযে করে সেন্ট মার্টিনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। দ্বিতীয় তলায় আসন নিয়ে জাহাযের সামনের দিকে বসে চারিদিকের আবহাওয়া ও দৃশ্য খুব সুন্দরভাবে দেখছিলাম। মনে পড়ে এই সেই নদী, যার বুকে ভেসে গেছে শতশত মাযলুম রোহিঙ্গা মুসলিম ভাইয়ের লাশ! নাফ নদী অতিক্রম কালে দূর হতে নযরে পড়ে কাঁটা তার বেষ্টিত মিয়ানমারের সীমানা। দুই প্রান্তে বড় বড় পাহাড় আর মাঝ পথ দিয়ে বয়ে গেছে নাফ নদী। নাফ নদীর পরেই শুরু বঙ্গোপসাগরের কোল ঘেঁষে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে মিয়ানমারের সীমানা। অবশেষে সোয়া ২ ঘণ্টা পর এসে পৌঁছে গেলাম সেই কাঙ্ক্ষিত সেন্ট মার্টিন দ্বীপে। 'সী ব্লু' নামক হোটেলে এসে উঠলাম। দুপুরের খাবার সেরে রেস্ট নিতেই ডাক পড়লো পুরো দ্বীপটি ঘুরে দেখার। কিছু জ্বর জ্বর ভাব, যাবার ইচ্ছা হচ্ছিল না; তথাপি বন্ধুদের জোরালো রিকুয়েস্টে বের হলাম। দশ জন মিলে দশটি সাইকেল ভাড়া নিলাম। দ্বীপ ঘুরে দেখার জন্য ৩০-৫০ টাকা ঘণ্টা হিসাবে সাইকেল ভাড়া পাওয়া যায়। সোয়া ৪-টায় একসাথে যাত্রা শুরু করলাম। একটু গিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে যাই কেউ অগ্রসর হয়। তাদের অবস্থা দেখে ভাবলাম! তাদের সাথে থাকলে দ্বীপ দেখা হবেনা। সবাইকে পিছনে রেখে পুরো দ্বীপ ঘুরে দেখতে একাই অগ্রসর হলাম। কিন্তু কী বিপদ! প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অগ্রসর হয়ে সামনে দেখি বড় বড় পাথর আর বালু। ফলে সাইকেল নিয়ে সম্পূর্ণটাই ঘুরা সম্ভব হল না। সিদ্ধান্ত নিলাম গ্রামের ভিতর দিয়ে যাবার। কিন্তু রাস্তা চিনি না কোথায় যাবো, কোন দিকে যাব! দীর্ঘক্ষণ পর আরো দুই বন্ধুর সাথে দেখা। সামনে গিয়ে তাদেরকেও হারালাম। এক মুরব্বীকে জিজ্ঞেস করতেই তিনি রাস্তা দেখিয়ে দেন, ফলে অনায়াসে গন্তব্য স্থলে চলে আসি।

সেন্টমার্টিন দ্বীপ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত তথ্য : সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত একটি প্রবাল দ্বীপ। টেকনাফ উপকূল হতে ৪৮ কি.মি. দক্ষিণে এবং মায়ানমার এর উপকুল হতে ৮ কি.মি. পশ্চিমে নাফ নদীর মোহনায় অবস্থিত। কখন প্রথম এই দ্বীপ সনাক্ত হয়েছিল তা স্পষ্ট জানা যায় না। কিছু আরব বণিক চট্টগ্রাম থেকে দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়ায় যাতায়াতের সময় এই দ্বীপটিকে নামকরণ করেছিল জিঞ্জিরা। ১৮৯০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে কিছু বাঙ্গালী এবং

Contents

রাখাইন সম্প্রদায়ের মানুষ এই দ্বীপে বসতি স্থাপনের জন্য আসে। জানা যায় প্রথম অধিবাসী হিসাবে বসতি স্থাপন করেছিল ১৩টি পরিবার। কাল ক্রমে এই দ্বীপটি বাঙ্গালী অধ্যুষিত এলাকায় পরিণত হয়। আগে থেকেই এই দ্বীপে কেয়া এবং ঝাউ গাছ ছিল, এখনো আছে। সম্ভবতঃ বাঙ্গালী জেলেরা প্রচুর পরিমাণ নারকেল গাছ এই দ্বীপে রোপণ করেছিল। কালক্রমে পুরো দ্বীপটি একসময় 'নারকেল গাছ প্রধান' দ্বীপে পরিণিত হয়। এই সূত্রে স্থানীয়রা দ্বীপের উত্তরাংশকে 'নারিকেল জিঞ্জিরা' নামে অভিহিত করা শুরু করে। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের দিকে বৃটিশ ভূ-জরীপ দল এই দ্বীপটিকে বৃটিশ-ভারতের অংশ হিসাবে গ্রহণ করে। জরীপে এর স্থানীয় নামের পরিবর্তে খ্রিষ্টান সাধু মার্টিনের নামনুসারে 'সেন্টমার্টিন' নাম প্রদান করে। এর পর ধীরে ধীরে মানুষের কাছে দ্বীপটি সেন্টমার্টিন নামেই পরিচিত লাভ করে। দ্বীপের মোট আয়তন প্রায় ৮ বর্গ কি.মি. যা উত্তর-দক্ষিণে প্রায় ৫.৬৩ কি.মি.লম্বা। সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে দ্বীপের গড় উচ্চতা ৩.৬ মি.।

১৫ই ডিসেম্বর : এ দিন সকালে ছেঁড়া দ্বীপ দেখার উদ্দেশ্যে ট্রলার ভাড়া করে রওয়ানা দিলাম। কী বিপদ! প্রায় এক তৃতীয়াংশ এসে ট্রলার নষ্ট হয়ে গেল। ফলে আরেকটি ট্রলার না আসা পর্যন্ত সাগরের উপর ভাসমান অবস্থায় অনেক্ষণ কেটে গেল। সাগরের উপর ট্রলার এদিক ওদিক দোল খাচ্ছিল। সবাই ভীতিগ্রস্ত । অন্য একটি ট্রলার আসলে সবাই পার হলাম। এগিয়ে যেতেই দূর হতে দেখা যাচ্ছিল সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও ছেঁড়া দ্বীপের সংযোগ স্থল। বাংলাদেশের একেবারে শেষ প্রান্তে ছেঁড়া দ্বীপ। যার পরে আর কোন স্থল নেই। অবশেষে সেই দ্বীপে এসে পৌঁছলাম। আল-হামদুলিল্লাহ! পূর্ণ হল সেই টেকনাফ হতে তেঁতুলিয়া সফর। ২০০৯ সালে গিয়েছিলাম তেঁতুলিয়া আর আজ এখানে। সেন্টমার্টিনের দক্ষিণাংশ ছেঁড়া দীপ নামে পরিচিত। যেখানে কোন মানুষের বসতি নেই। শুধু কেয়া ও ঝাউ গাছ। উভয়ের মাঝে সামান্য ব্যবধান। জোয়ারের সময় দ্বীপটি সেন্টমার্টিন হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আর ভাটার সময় পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে চড়ে দ্বীপটিতে যাতায়াত করা যায়। সবকিছু দেখা শেষে দুপুর পৌনে ৩-টায় জাহাযে করে টেকনাফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। কী সুন্দর মনোরম পরিবেশ! সব ছেড়ে আসতে মন চাচ্ছেনা। টেকনাফ পৌঁছে চট্টগ্রাম পতেঙ্গার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিলাম। ফজরের পর পরই আমরা সেখানে পৌঁছে গেলাম। পতেঙ্গা সী বীচ দর্শন শেষে সীতাকুণ্ড পাহাড় দেখার জন্য অগ্রসর হলাম। পাহাড়টি হিমালয়ের দক্ষিণ ও পূর্ব দিক ঘুরে ভারতের আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্য দিয়ে ফেনী নদী পার হয়ে চট্টগ্রামের সাথে মিশেছে। চট্টগ্রাম অংশে ফেনী নদী থেকে চট্টগ্রাম শহর পর্যন্ত এর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭০ কি.মি.। এই পাহাড়ের পাদ দেশে নির্মিত হয়েছে সীতাকুণ্ড ইকোপার্ক। এই পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় ১১৫২ ফুট। এই প্রথম

পায়ের সাহায্যে এত উঁচু পাহাড়ে উঠা। উঠতে বেশ বেগ পেতে হয়! কয়েকবার বিশ্রাম নিতে হয়। পাহাড়ে উঠতে ভর দেবার জন্য অনেকে লাঠি ব্যবহার করে। সামান্য পাহাড়ে এক বার উঠতেই আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। অথচ মনে পড়ে হযরত খাদীজা (রাঃ)-এর কঠিন কষ্টের কথা। যেখানে হেরা গুহায় তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য প্রতিদিন খাবার নিয়ে যেতেন। কিভাবে এত কষ্ট করতেন-সুবহানাল্লাহ! পথিমধ্যে অনেকেই ফিরে যেতে চায় আবার কেউ বলে এখানেই থেকে যাব...। আমি বললাম ইনশাআল্লাহ চূড়ায় উঠেই ছাড়ব। দৃঢ় মনোবলের ফলে যেকোন কঠিন কাজ জয় করা যে সম্ভব তার প্রমাণ পেলাম। অবশেষে পূর্ণ এক ঘণ্টা পর পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। সেখানে রয়েছে হিন্দুদের বড় মন্দির। যার ভিতরে শীবলিঙ্গের মূর্তি স্থাপন করা আছে। এখানেই হিন্দুদের তীর্থ যাত্রা বা হজ্জের স্থান। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আগমন করে। দশ মিনিট অবস্থান করে নিচে নামতেই পথিমধ্যে একদল হিন্দু নারী-পুরুষের সাথে সাক্ষাৎ। জানতে পারলাম রাজশাহী সিটি কলেজের পিছনে নাকি তাদের বাড়ী। তাদেরকে বললাম আপনারা বৃদ্ধ মানুষ কী প্রয়োজন ছিল এতকষ্ট করে এখানে আসার? তারা বললো, কষ্ট না করলে কেষ্ট মিলবে...? আমি বললাম কেষ্ট কি? তাদের মধ্য থেকে একজন বৃদ্ধা মহিলা হরে কৃষ্ণ হরে রাম বলতে বলতে উপরে উঠতে লাগলো। বিরতিহীনভাবে একাই নিচে চলে আসলাম। নিচে নামতে আমার সময় লাগল ৩৫ মিনিট। পাহাড়ে উঠা-নামার জন্য সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে। তবে অনেক উঁচু উঁচু সিঁড়ি। পাহাড়ে উঠা-নামার পথে বিভিন্ন স্থানে দোকান রয়েছে। তবে প্রতিটি জিনিসের মূল্য প্রায় দ্বিগুণ। ফিরে এসে দুপুরের খাবার শেষে কুমিল্লার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। বাংলাদেশে দু'টি 'পল্লী উন্নয়ন একাডেমী'। যার একটি হচ্ছে কুমিল্লায়। অপরটি বগুড়ায়। যেখানে মার্চ ২০১৭ সোনামণি সংগঠনের পক্ষ হতে শিক্ষা সফর গিয়েছিলাম। একাডেমী মসজিদে মাগরিব-এশার ছালাত জমা করে রাত সাড়ে ৬-টায় রাজশাহীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। রাত পেরিয়ে পরদিন বেলা ১১-টায় আল্লাহ্র রহমতে ভালোভাবে রাবি ক্যাম্পাসে পৌঁছে গেলাম। -ফালিল্লাহিল হামদ্।

পরিশেষে বলব, আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করতে হলে পৃথিবী ভ্রমণের বিকল্প নেই। ইতিহাস পড়ে বা গল্প শুনে যৎসামান্য অনুভূতি আসলেও পূর্ণাঙ্গ ধারণা আসবে না। আল্লাহ তা'আলার এমনো সৃষ্টি আছে যা দেখলে মানুষের হৃদয় পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাঁর সৃষ্টি কৌশল মানুষের পক্ষে অনুমান করা অসম্ভব। আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি সম্পর্কে সঠিক চিন্তা-ভাবনা করে সেখান থেকে শিক্ষা নিয়ে ঈমান দৃঢ় করে তাঁর হুকুম যথাযথ পালনের চেষ্টা করি। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!

Contents

ক বি তা গু চ্ছ

ভ্রাতৃত্ব গড়তে

রাক্বীবুল ইসলাম
কাজীপুর, গাংনী, মেহেরপুর।

ভ্রাতৃত্বের বন্ধন গড়তে দেব সালাম
বলব মুখে সদা উত্তম কালাম।
সাক্ষাতে মুছাফাহা করব মোরা
পাপ-পঙ্কিলতা সব খাবে পড়া।
ভালোবাসা গড়তে দেব হাদিয়া
মনের বৈরিতা সব যাবে সরিয়া।
হাসি মুখে মোরা বলব কথা
অন্যের ভালো কথায় হব শ্রোতা।
সাক্ষাত করব মানবের সুখে-দুঃখে
ভাইয়ের লাগি দো'আ করব মুখে।
মানহানি করবোনা করবো সম্মান
প্রয়োজনের তরে সদুপদেশ করবো দান।
দোষত্রুটি না ধরে দেব শুধরে
কৃতজ্ঞতা জানাবো মোরা সুখ-দুঃখ পরে।

হাসি মুখে

নাজমুন নাহার, কুল্লিয়া শেষ বর্ষ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হাসি মুখে সবাইকে দিবে তুমি সালাম
বাসবে তোমায় সবাই ভালো রাসূলের কালাম।
সব কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলতে হয়
ডান থেকে শুরু করবে বাম থেকে নয়।
নিয়মিত গোসল স্বাস্থ্যের উপকার
বড় মানুষ হতে হলে সু-স্বাস্থ্যের দরকার।
শোয়ার আগে ব্রাশ করে ওযূ করে নাও
দো'আ পড়ে আল্লাহ্‌র নামে বিছানাতে যাও।
শুবে তুমি ডান কাতে বাম কাতে নয়
ভালো হবে ঘুম তোমার পাবে নাকো ভয়।
ঘুম থেকে ওঠার সময় দো'আ পড়ে উঠো
ওযূ করে ছালাত পড়ে দ্বীনের পথে ছুটো।
সবার সাথে হাসি মুখে কথা তুমি বলো
বলবে সবাই সোনামণি কত তুমি ভালো।

জীবন

জামীল আহমাদ
হিফয বিভাগ, মক্তব শাখা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

মানুষ তোমার জীবন কে করেছে দান
মাটির খাঁচার মাঝে কে দিয়েছে প্রাণ।
যার দয়াতে দেখলে তুমি এই দুনিয়া
ভুলে গেছ তাকেই ধরার মোহে পড়িয়া।
চাকচিক্য অট্টালিকা দাস-দাসী সব পাশে
তার মাঝে কি সেই সত্তার নামটি মুখে আসে।
আছে তোমার সজ্জিত সাজ অর্থ-বিত্ত মান
যা আছে সব কিছুর একদিন হবেই অবসান।
শেষ বেলায় হাত বাড়িয়ে ডাকবে যবে মরণ
বুঝবে তখন পৃথিবীতে কি ছিলো এই জীবন।

ধন্য

নাহীদা, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সৃষ্টির সেরা মানব মোরা
আল্লাহ মোদের প্রভু
রাসূল হলেন নেতা সবার
মোরা ভুলবনা কভু।
রাস্তা পথে চলার সময়
রাসূলের আদর্শ মানব
সকল আদর্শের কথা মোরা
গুরুজনের কাছে শুনব।
মোদের আশা হয় যেন ভাই

Contents

এক আল্লাহ্র জন্য
মহান আল্লাহকে না মানলে
আখেরাতে হবে শূন্য।
ইবাদত বন্দেগী করব মোরা
আল্লাহ্র খুশির জন্য
আল্লাহ্র রাসূলকে মেনেই হবে
জীবন মোদের ধন্য।

অটল

জুবায়ের, ৪র্থ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সোনার দেশে সোনার ছেলে
করিবনা অহঙ্কার
অহি-র পথে চলতে গিয়ে
ধরিবনা কারো ধার।
দেশকে করব বিদ'আত মুক্ত
গড়বো সোনার রাষ্ট্র
অহি-র পথে চলতে গিয়ে
দিবনা কাউকে কষ্ট।
প্রাণ করিবো উৎসর্গ আর
মনকে করিবো উদার
কখনো অন্যায়ের কাছে
মানবো নাকো হার।
বুকে আছে শক্তি
মনে আছে বল
সত্যের পথে আসলে বাধা
করিবনা ছল।
দাওয়াত দিব আল্লাহ্র পথে
হক্বের উপর থাকিবো অটল
এসো হে সোনামণির দল।

এ ক টু খা নি হা সি

একশবার

উম্মে হাফছা, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছেলে : বাবা চিড়িয়াখানা যাবে না?
বাবা : যাবনা মানে একশ বার যাব।
ছেলে : তাহলে আমি যাব না।
বাবা : কেন?
ছেলে : একশ বার গেলে আমার পা ব্যথা হয়ে যাবে।
শিক্ষা :
সব সময় আক্ষরিক অর্থ বুঝলে হবে না; ভাব অর্থও বুঝতে হবে।

রেজাল্ট

আশরাফী আমেনা, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

বাবা : তোমার রেজাল্টের কী খবর?
ছেলে : বাবা, ডাক্তারের ছেলে ফেল করেছে!
বাবা : তুমি?
ছেলে : বাবা, পুলিশের ছেলেও ফেল করেছে!
বাবা : তা বুঝলাম। কিন্তু তুমি কী করেছো?
ছেলে : আমার বাবা কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যার সাগর যে, আমি পাস করব।
শিক্ষা :
অপরের দিকে না দেখে নিজে পরিশ্রমী হতে হবে এবং উপযুক্ত লেখাপড়া করতে হবে।

চোর

ফিরোযা খাতুন, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(মহিলা শাখা) নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রফীক : বন্ধু, আমার ব্যাগটা একটু দেখ, আমি একটু আসি।

একটু পরে একজন চোর এসে ব্যাগটি নিয়ে গেল। কিন্তু শফীক কিছুই বলল না।

রফীক : কি ব্যাপার বন্ধু আমার ব্যাগটি কোথায়?

শফীক : চোর নিয়ে গেছে।

রফীক : কেন? আমি তো তোমাকে ব্যাগটি দেখতে বলে গেলাম।

শফীক : হ্যাঁ। তুমি তো শুধু আমাকে দেখতে বলেছো। তাই চোর ব্যাগ নিয়ে গেছে আর আমি শুধু দেখেছি, কিছু বলিনি।

শিক্ষা :

নিজের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে হবে। সবকিছু বলে দেওয়ার অপেক্ষায় থাকা যাবে না।

➔ তাওহীদের জ্ঞান অর্জনের আহ্বানই ছিল মানবজাতির প্রতি কুরআনের সর্বপ্রথম আহ্বান।

➔ দুনিয়াপূজারী মানুষকে আল্লাহমুখী করা এবং সার্বিক জীবনে অহি-র বিধান অনুসরণের মাধ্যমে আখেরাতে মুক্তিই হবে মানুষের পার্থিব জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। অন্য কোন পথে মানবতার মুক্তি নেই।

প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ।

আমার দেশ

ঐতিহাসিক কুসুম্বা মসজিদ

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

ইতিহাস :

কুসুম্বা মসজিদ বাংলাদেশের নওগাঁ যেলার মান্দা উপযেলার আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরবর্তী কুসুম্বা গ্রামের একটি প্রাচীন মসজিদ। কুসুম্বা দিঘির পশ্চিম পাড়ে, পাথরের তৈরি ধূসর বর্ণের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা আঙ্গিনার ভেতরে মসজিদটি অবস্থিত। এ আঙ্গিনায় প্রবেশের জন্য রয়েছে আকর্ষণীয় একটি প্রবেশদ্বার যেখানে প্রহরীদের দাঁড়ানোর জায়গা রয়েছে। মসজিদের প্রবেশদ্বারে বসানো ফলকে মসজিদের নির্মাণকাল লেখা রয়েছে হিজরী ৯৬৬ সাল (১৫৫৪-১৫৬০ খ্রিষ্টাব্দ)। আফগানী শাসনামলের শুর বংশে শেষদিকের শাসক গিয়াসুদ্দীন বাহাদুর শাহের আমলে সুলায়মান নামে একজন এই মসজিদটি নির্মাণ

করেছিলেন। মসজিদটি বাংলার স্থাপত্য রীতিতেই নির্মিত। ইটের গাঁথুনি, সামান্য বক্র কার্নিশ এবং সংলগ্ন অষ্টকোণাকৃতির পার্শ্ববুরূজ প্রভৃতি এ রীতির পরিচায়ক বৈশিষ্ট্যাবলী। এ মসজিদ ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত।

বিবরণ :

মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট, প্রস্থে ৪২ ফুট। দুই সারিতে ৬টি গোলাকার গম্বুজ রয়েছে। মসজিদের গায়ে রয়েছে লতাপাতার নকশা। মসজিদের মূল গাঁথুনি ইটের হলেও এর সম্পূর্ণ দেওয়াল এবং ভেতরের খিলানগুলো পাথরের আস্তরণে ঢাকা। মসজিদের স্তম্ভ, ভিত্তি মঞ্চ, মেঝে ও দেওয়ালের জালি নকশা পর্যন্ত পাথরের।

ভেতরে পাথরের উঁচু পাটাতন ও সিঁড়ি :

মসজিদের ভেতরে উত্তর-পশ্চিম কোণের 'বে'তে অবস্থিত মেহরাবটি একটি উঁচু প্লাটফর্মের মধ্যে স্থাপিত। পূর্বদিকে স্থাপিত একটি সিঁড়ি দিয়ে এ প্লাটফর্মে উঠা যায়। প্লাটফর্মের উত্তর দেওয়ালে ছোট্ট একটি বসার মত জায়গা আছে। মনে হচ্ছে এখানে বসে বিচারকার্য সম্পাদন করা হত।

সিঁড়ির উপরের ছোট্ট মেহরাব :

উত্তর-পশ্চিম কোণের 'বে'তে মেহরাবটি একটি উঁচু বেদীর উপর বসানো। যা নকশা খচিত কারুকার্যমণ্ডিত।

কেন্দ্রীয় মেহরাব :

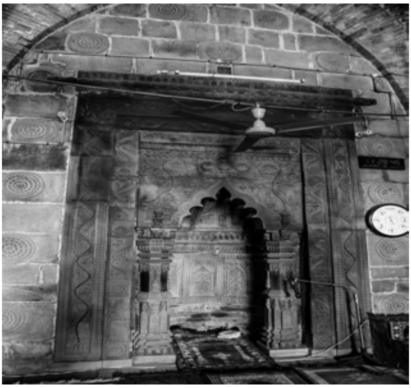

পশ্চিম দেওয়ালের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে এবং মাঝামাঝি প্রবেশপথ বরাবর দু'টি

মিহরাব রয়েছে যা মেঝের সমান্তরাল। মোট মিহরাব আছে ৩টি, যার সবগুলো কালো পাথরের তৈরি। মসজিদটির সম্মুখে ২৫.৮৩ একের আয়তনের একটি বিশাল জলাশয় রয়েছে। মিহরাবে আঙ্গুরগুচ্ছ ও লতাপাতার নকশা খোদিত রয়েছে।

দেওয়ালের নকশা ও কারুকাজ :

বাইরের দেওয়ালে আস্তরণ হিসাবে ব্যবহৃত পাথরগুলো অমসৃণ এবং এতে রয়েছে গভীর খোদাইকার্য। বাইরের দিকে সবচেয়ে দৃষ্টিনন্দন অলংকরণগুলো ছাঁচে ঢালা। এগুলো দেওয়াল গাত্রকে উঁচু নিচু অংশে বিভক্ত করেছে। এ ছাড়া বক্র কার্নিশ জুড়ে, পার্শ্ববুরূজগুোলকে ঘিরে, কার্নিশের নিচে অনুরূপ অলংকরণ বিস্তৃত। পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালের গায়ে আয়তাকার খোপ নকশাকে ঘিরে ফ্রেম হিসাবে ছাঁচে ঢালা অলংকরণ রয়েছে। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের খিলানের স্প্যান্ড্রিল ছোট ছোট কলস ও গোলাপ নকশায় পরিপূর্ণ। উত্তর ও দক্ষিণ দেওয়ালে রয়েছে জালি ঢাকা জানালা।

রহস্যময় পৃথিবী

পৃথিবীর ভয়ংকর ও বৃহত্তম গুহা

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক সোনামণি, রাজশাহী মহানগরী।

পাহাড় পর্বতে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে হাযারও ধরনের গুহা। প্রচীন যুগে মানুষ এসব গুহায় বসবাস করত। এজন্য আমরা তাদের গুহাবাসী বলি। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এ গুহাগুলো কোনোটা আকারে বড়। কোনোটা ছোট, আবার কোনোটা বিরাট বড়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় গুহাটির নাম হ্যাংসন ডুং। এটিকে আবার বিশ্বের সবচেয়ে বড় গুহা নেটওয়ার্ক বলা হয়ে থাকে। ভিয়েতনামের কোং বিন প্রদেশের বো টাচ যেলায় এই গুহা নেটওয়ার্কের অবস্থান। ১৯৯১ সালে গুহাটি আবিষ্কৃত হয়। গুহাটি প্রথম আবিষ্কার করেন সেখানের স্থানীয় এক

ব্যক্তি, যার নাম হো-খানহ। ব্রিটিশ গুহা গবেষণা সংগঠনের প্রধান হাওয়ার্ড ও ডেভ লেমবার্ট ১০-১৪ এপ্রিল ২০০৯ সালে বিশ্বের বৃহত্তম এই গুহা নেটওয়ার্কের আয়তন ও প্রশস্থতা পরিমাপ করতে সমীক্ষা শুরু করেন। কিন্তু তাদের পর্যবেক্ষণ একটি বড় ক্যালসাইট পাঁচিলের কারণে থেমে যায়। এ গুহার সবচেয়ে বড় কক্ষটির পরিমাপ ২০০ মিটার উচ্চ এবং ১৫০ মিটার চওড়া, যা মোট ৫.৬ কিলোমিটার। হ্যাংসন ডুং গুহাটি আবিষ্কারের ফলে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ গুহা হিসাবে মালয়েশিয়ার ডির গুহার স্থান দখল করে নেয়। ভিয়েতনামের জাতীয় উদ্যান ফুং না কিং ব্যাংয়ের পাশেই হ্যাংসন ডুংয়ের অবস্থান। রহস্যময় গুহাটি প্রায় ১৫০টি গুহার সমন্বয়ে গঠিত। মজার ব্যাপার হল গবেষক দল গুহাটির আয়তন পরিমাপ করতে পারলেও এর শেষ খুঁজে বের করতে পারেননি। ২০০৯ সালে হাওয়ার্ড, রিমটি ফুং না কি ব্যাং ন্যাশনাল পার্ক থেকে এই গুহা আবিষ্কারের কাজ শুরু করেন। লিমবিট ও তার গবেষণা দল গুহা আবিষ্কারের সময় নানা বিপদ-আপদের সম্মুখীন হন। তারা গুহার মধ্যে পান বিষধর সাপ, বড় মাকড়সা, অদ্ভুত সব প্রাণী ও অজানা-অচেনা বৃক্ষরাজি। তারা গুহার মধ্যে দেখতে পান ছোট ছোট পানির ফোয়ারা। গুহার মধ্যে রয়েছে অনেক সুড়ঙ্গপথ, যেসব পথ দিয়ে অতি সহজেই ভিয়েতনামের এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াত করা যায়। গুহার মধ্যে পানির ফোয়ারা ছাড়াও রয়েছে একাধিক জঙ্গল। দূর থেকে দেখতে হ্যাংসন ডুংকে দোতলা বাসের মতো মনে হয়। যে কারণে হ্যাংসন ডুং অতি আকর্ষণীয় গুহা হিসাবে বিবেচিত। প্রথম দিকে এ গুহা এলাকার দিকে স্থানীয় লোকজন আসতে ভয় পেত, কারণ তারা এই গুহার তলদেশের নদী থেকে উচ্চস্বরে শব্দ শুনতে পেত। গুহাটি আবিষ্কারের পর এখনও এটি সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত নয়। কারণ এই গুহাটি অত্যন্ত ভয়ানক। এখানে পৃথিবীর অন্যতম মারাত্মক সব জীবজন্তু ও পোকামাকড়ের আবাস। হ্যাংসন ডুং গুহার ভেতরটা আলাদা একটি জগত। যে সব ফটোগ্রাফার এ গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন তারা জানিয়েছেন, গুহার ভেতরে থাকাকালে ভেবেছিলেন তারা পৃথিবী থেকে আলাদা কোনো স্থানে চলে এসেছেন। জার্মানির বিশিষ্ট ফটোগ্রাফার ক্যারিস্টেন ২০১০ সালে ছবি তোলার জন্য এ গুহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। তিনি গুহা থেকে বাইরে এসে বলেন, তিনি সেখানে দুই সপ্তাহ অবস্থান করেন, এ সময়ে তিনি সেখানে ঘুমানোর সময় স্লিপিং ব্যাগে ঘুমাতেন। তিনি সর্বদা ছবি তোলায় ব্যস্ত থাকতেন এবং ভাবতেন তিনি পৃথিবী থেকে আলাদা কোনো স্থানে চলে এসেছেন।

[দৈনিক যুগান্তর, ১৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৩ ।]

Contents

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

একযনযরে মানবদেহের বিস্ময়কর তথ্যাবলী

আব্দুল্লাহ আল-মামূন, ৯ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. আমাদের খাদ্য হজম হয় কিসের দ্বারা?
উত্তর : এ্যামাইনো এ্যাসিড দ্বারা।
২. মানুষ সাদা ও কালো কেন হয়?
উত্তর : মেলনিন হরমোনের জন্য।
৩. কোলেস্টরেল সবচেয়ে কম কোন তেলে?
উত্তর : নারিকেল তেলে।
৪. জীবদেহে জীবাণু ধ্বংসকারী রক্ত কণিকা কোনটি?
উত্তর : শ্বেতকণিকা।
৫. মানুষের মস্তিষ্ক পরিচালনার জন্য কত বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়?
উত্তর : ২৫ ওয়াট।
৬. হাঁচির বেগ ঘণ্টায় কত?
উত্তর : ১৫০ কি. মি.।
৭. মানব শিশু জন্মের সময় তার দেহে কয়টি হাড় থাকে?
উত্তর : ৩০৫ টি।
৮. মানুষের কানের মধ্যে কতগুলো শ্রবণ কোষ আছে?
উত্তর : এক লক্ষ।
৯. কোন অসুখ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধ্বংস করে?
উত্তর : এইডস।
১০. শিশু জন্মের পর থেকে ১ বছরের মধ্যে কয়টি টিকা দেওয়া হয়? সেগুলোর নাম কী?
উত্তর : ৬টি। ১. যক্ষা ২. হাম ৩. পোলিও ৪. হুপিং কাশি ৫. ধনুষ্টংকার এবং ৬. ডিপথেরিয়া।

সাহিত্যাঙ্গন

বাংলা ব্যাকরণ

সংগ্রহে : মাযহারুল ইসলাম, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

➡ ব্যাকরণ কাকে বলে?
ভাষা ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু নিয়ম, যা ওই ভাষাকে অশুদ্ধির সীমানায় প্রবেশ করতে দেয় না, শুদ্ধির পরিকাঠামো তৈরি করে তাকে ব্যাকরণ বলে।

➡ ব্যাকারণে সাধারণ আলোচ্য বিষয় কয়টি?
তিনটি। ধ্বনিতত্ত্ব; শব্দতত্ত্ব বা রূপত্ত্ব; বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম।

➡ ভাষার মূল উপকরণ কী?
বাক্য ভাষার মূল উপকরণ। কারণ, একটি সম্পূর্ণ বাক্যই ভাষার প্রাণ। বাক্য না হলে ভাষাকে সাঠিকভাবে চেনা যায় না। শুধু শব্দের সমষ্টি থাকলে তা অভিধান হিসাবে গণ্য হতে পারে, ভাষার নিদর্শন হিসাবে গণ্য হবে না।

➡ ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে সম্পর্ক কী?
একটি মৌখিক ও অন্যটি লৈখিক রূপ। ধ্বনি লিখিতভাবে প্রকাশের প্রতীকচিহ্নই বর্ণ।

➡ ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে?
যে সবধ্বনি অন্তত একটি স্বরধ্বনির সংমিশ্রণ বা সহায়তা ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, সেগুলোকে ব্যঞ্জন ধ্বনি বলে।

➡ বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি ও কী কী?
৩৯টি। ক খ গ ঘ ঙ চ ছ জ ঝ ঞ ট ঠ ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ ব ভ ম য র ল শ ষ স হ ড় ঢ় য় ৎ ং ঃ ঁ।

Contents

দেশ পরিচিতি

সিঙ্গাপুর

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত

সাংবিধানিক নাম : রিপাবলিক অব সিঙ্গাপুর।

রাজধানী : সিঙ্গাপুর সিটি

আয়তন : ৭১২.৪ বর্গ কিলোমিটার।

লোকসংখ্যা : ৫৭ লক্ষ।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১.৯%।

ভাষা : মান্দারিন।

মুদ্রা : ডলার।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় : বৌদ্ধ (৩৩.৯%)।

স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯৭%।

মুসলিম হার : ২৫%।

মাথাপিছু আয় : ৭৮,১৬২ মার্কিন ডলার।

গড় আয়ু : ৮৩.২ বছর।

স্বাধীনতা লাভ : ৩১শে আগস্ট ১৯৬৩ সাল।

জাতীয় দিবস : ৯ আগস্ট।

জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ সাল।

'সোনামণি'-এর ৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

যেলা পরিচিতি

কিশোরগঞ্জ

যেলাটি ঢাকা বিভাগের অন্তর্ভুক্ত

প্রতিষ্ঠা : ১লা ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮।

সীমা : উত্তরে নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহ, দক্ষিণ-পশ্চিমে নরসিংদী, দক্ষিণ-পূর্বে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং পশ্চিমে গাযীপুর যেলা অবস্থিত।

আয়তন : ২,৬৮৮.৫৯ বর্গ কিলোমিটার।

উপযেলা : ১৩টি। কিশোরগঞ্জ সদর, করিমগঞ্জ, পাকুন্দিয়া, হোসেনপুর, ইটনা, মিঠামইন, তাড়াইল, কটিয়াদী, বাজিতপুর, কুলিয়ারচর, ভৈরববাজার, নিকলী ও অষ্টগ্রাম।

পৌরসভা : ৮টি। কিশোরগঞ্জ, ভৈরব, বাজিতপুর, কটিয়াদী, কুলিয়ারচর, হোসেনপুর, করিমগঞ্জ ও পাকুন্দিয়া।

ইউনিয়ন : ১০৮টি।

গ্রাম : ১,৭২৫টি।

উল্লেখযোগ্য নদী : মেঘনা, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী, কালনী, ধনু ও বাউলাই ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : শোলাকিয়া ঈদগাহ মাঠ, এগার সিন্দুর ও প্রামাণিকের বাড়ী ইত্যাদি।

উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব : সৈয়দ নজরুল ইসলাম (মুক্তিযুদ্ধকালীন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি), মুহাম্মাদ জিল্লুর রহমান (সাবেক রাষ্ট্রপতি), মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ এডভোকেট (রাষ্ট্রপতি), এটিএম [আবু তাহের মুহাম্মাদ] হয়য়দার (২ নং সেক্টর কমাণ্ডর), ডা. সিতারা বেগম (বীর প্রতীক), মেজর জেনারেল (অব.) মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন (বীর প্রতীক) ড. নীহার রঞ্জন রায় (ইতিহাসবিদ) ও সুকুমার রায় (শিশুসাহিত্যিক) প্রমুখ।

আন্তর্জাতিক পাতা

কতিপয় ভৌগোলিক উপনাম

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ ফরীদুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উপনাম	দেশ বা স্থান
স্বর্ণ নগরী	জোহানেসবার্গ (দক্ষিণ আফ্রিকা)
পাকিস্তানের প্রবেশদ্বার	করাচি (পাকিস্তান)
ভারতের প্রবেশদ্বার	মুম্বাই (ভারত)
ইউরোপের প্রবেশদ্বার	ভিয়েনা (অস্ট্রিয়া)
ভূমধ্যসাগরের প্রবেশদ্বার	জিব্রাল্টার
কানাডার প্রবেশদ্বার	সেন্ট লরেন্স
মুক্তার দ্বীপ	বাহরাইন
পান্নার দ্বীপ	আয়ারল্যান্ড
আগুনের দ্বীপ	আইসল্যান্ড
লবঙ্গ দ্বীপ	জাঞ্জিবার (তানজানিয়া)
পবিত্র ভূমি	জেরুজালেম
প্রাচ্যের ড্যান্ডি	নারায়ণগঞ্জ (বাংলাদেশ)
বাংলার ভেনিস	বরিশাল (বাংলাদেশ)
ভারতের রোম	দিল্লি (ভারত)
ভূ-স্বর্গ	কাশ্মীর (ভারত)
দক্ষিণ ভারতের উদ্যান	তাঞ্জোর
ইউরোপের রুগ্ন মানুষ	তুরস্ক

সংগঠন পরিক্রমা

বাগডোব, মহাদেবপুর, নওগাঁ ৩০শে অক্টোবর সোমবার : অদ্য বাদ ফজর বাগডোব দারুলহাদীছ মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম।

সোনাপুর, মহাদেবপুর, নওগাঁ ৩০শে অক্টোবর সোমবার : অদ্য সকাল ১১-টায় সোনাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নওগাঁ-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ‘আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ’ সোনাপুর শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ‘সোনামণি’র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা ‘সোনামণি’র পরিচালক ডা. শাহীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ মুশফিক ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ তারেক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র যেলা ‘যুবসংঘ’-এর সভাপতি আব্দুর রহমান।

কৈয়মারী, জলঢাকা, নীলফামারী ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় কৈয়মারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা

Contents

পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি শামীম আহমাদ। পরামর্শ শেষে আব্দুল খালেককে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট নীলফামারী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

মুন্সীপাড়া, নীলফামারী সদর, নীলফামারী ১৩ই অক্টোবর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১১-টায় মুন্সীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাকিম মুস্তাফীযুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও সিরাজগঞ্জ সাংগঠনিক যেলার সভাপতি শামীম আহমাদ। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ মুহাম্মাদ আব্দুস সালাম ও 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি ওলিউল ইসলাম। পরামর্শ শেষে ডা. ফযলুল হককে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

পশ্চিম ডগরী, গাযীপুর ১৯শে নভেম্বর রবিবার : অদ্য সকাল ১০-টায় পশ্চিম ডগরী মাস্টার পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি গাযীপুর সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে সোনামণি গাযীপুর যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি হাবীবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক শরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান শেষে মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি গাযীপুর যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

হোসেন আহমাদ পাড়া, উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম ২৪শে নভেম্বর শুক্রবার : অদ্য সকাল ১০-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, চট্টগ্রাম সংলগ্ন বায়তুর রহমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডা. শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র মাদরাসার শিক্ষক হাফেয মানযূরুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি হুযায়ফা ইসলাম সোহাগ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আবুবকর ছিদ্দীক সালমান।

Contents

হরিসারডাইং, শাহমখদুম, রাজশাহী ২১শে ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর হরিসারডাইং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মক্তবের শিক্ষক ইমরান আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক যয়নুল আবেদীন ও আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মাহদী হাসান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আনীকা খাতুন।

আমতলা বাজার, ইসলামপুর, জামালপুর ১০ই ডিসেম্বর রবিবার : অদ্য বাদ যোহর আমতলা বাজার হাফিযিয়া মাদরাসা সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি জামালপুর উত্তর সাংগঠনিক যেলা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক পরামর্শ সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মাসঊদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ কামারুয্যামান, সাংগঠনিক সম্পাদক লিয়াকত আলী, অর্থ সম্পাদক মাহবূবুল মুরশেদ 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি এস. এম এরশাদ আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি রহমতুল্লাহ ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আব্দুল আহাদ। পরামর্শ শেষে হাফেয আবু জুনাইদ জুবাইদুর রহমানকে পরিচালক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট অত্র যেলা সোনামণি পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

প্রফেসরপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ২০শে ডিসেম্বর বুধবার : অদ্য সকাল ১০-টায় প্রফেসরপাড়া আল-আমীন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দিনাজপুর পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ঘোড়াঘাট উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবুবকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন অত্র যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক রাশেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে ইনসার আলী ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে শহীদুর রহমান। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি সাইফুর রহমান।

রাঘববাড়ীয়া, উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ ২৫শে ডিসেম্বর সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় রাঘববাড়ীয় ফুরকানীয়া মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র যেলা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন অত্র যেলা সোনামণি'র সহ-পরিচালক মুসলিমুদ্দীন সিরাজী। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সানজিদা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন অত্র প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক মুহাম্মাদ মাসঊদ রানা।

Contents

প্রাথমিক চিকিৎসা

হেডফোন ব্যবহারের ক্ষতিকর দিক

১. মস্তিষ্কে প্রতিকূল প্রভাব :

কানের ভেতরের অংশ মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত থাকে। হেডফোনগুলো ইলেকট্রোম্যানেটিক তরঙ্গ সৃষ্টি করে বিধায় এর দীর্ঘ ব্যবহার মস্তিষ্কের মারাত্মক ক্ষতি করে। ব্লুটুথ হেডফোনে ঝুঁকি আরো বেশী।

২. কানের ইনফেকশন :

আপনার হেডফোন বা ইয়ারফোন কি আপনার ব্যক্তিগত? আপনি কি অন্য কারো সাথে ভাগ করে নিচ্ছেন? আমরা সব সময় একবার আমাদের বন্ধু এবং পরিবারের সঙ্গে আমাদের হেডফোন এবং ইয়ারফোন ভাগ করে শুনি। এই ভাগ করা সহজেই কানে সংক্রমণের ফল হতে পারে। বিভিন্ন মানুষের কান থেকে ব্যাকটেরিয়া সহজেই আপনার হেডফোন মাধ্যমে আপনার কানে আসতে পারে। তাই পরবর্তী সময়ে আপনি যখন আপনার ইয়ারফোন বা হেডফোন শেয়ার করবেন, তখন নিশ্চিত করুন যে আপনি তাদের স্যানিটাইজ করেছেন বা পরিষ্কার করে নিয়েছেন।

৩. ঘটাতে পারে দুর্ঘটনা :

সম্প্রতি, হেডফোন ব্যবহারের ফলে রাস্তায় দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনা এবং এমনকি ট্রেন দুর্ঘটনায় মানুষ মারা যাচ্ছে। হেডফোন কানে দিয়ে রাস্তায় হাঁটার সময় তারা অনেক আওয়াজ শুনতে পায়না। এইভাবে তারা কিছু দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনার শিকার হয়। আবার দেখা যায় তাকে বাঁচানোর জন্য যে ছুটে আসে দুর্ভাগ্যবশত সে নিজেই মারা যায়। এভাবেই আপনার জন্য অন্য মানুষ বিপদে পড়তে পারে।

৪. স্থায়ী শ্রবণ শক্তি হ্রাস :

যখন আপনি হেডফোন বা ইয়ারফোন ব্যবহার করেন তখন সরাসরি অডিও আপনার কানে যায়। ৬০ ডেসিবল একে খুব বেশী বলে ধরা হয় না। যেমন- সাধারণ কথোপকথন ৯০ ডেসিবেল বা তার বেশী মাত্রার আওয়াজ যদি আপনার কানে যায় তাহলে শ্রবণ জটিলতা ঘটাতে পারে এবং এমনকি আপনি চিরতরে আপনার কানের কিছু ক্ষমতা হারাতে পারেন। যদি কেউ ১৫ মিনিটের জন্য ১০০ ডেসিবেলের বেশী শোনে, তবে সে বধির হয়ে যেতে পারে। তাই আপনি যদি হেডফোনের ব্যবহার করতেই চান, তবে আপনার কানের কিছু বিশ্রাম দিতে ভুলবেন না এবং কখোনই উচ্চ ভলিউমে কোনো কিছু শুনবেন না। আমাদের কানের ভেতরের অংশে অর্থাৎ ইনার ইয়ারে থাকে ছোট ছোট লোম, বিজ্ঞানের ভাষায় যার নাম স্টেরিওসিলিয়া। আমরা যখন কোনো শব্দ শুনি তখন এই লোমগুলো কেঁপে ওঠে, এই কম্পন স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায় এক ধরনের বৈদ্যুতিক

Contents

সংকেত। যখন কেউ উঁচু ভলিউমে প্রতিনিয়ত কিংবা লম্বা সময় ধরে গান শোনেন, তখন স্টেরিওসিলিয়াতে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে, যা শ্রবণশক্তি নষ্ট করে ফেলে।

উত্তরা উইমেন মেডিকেল কলেজের নাক-কান-গলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক নাসরীন ইয়াসমীন বলেন, 'হেডফোনের ব্যবহার অবশ্যই ক্ষতিকর। এটা দীর্ঘ সময় কানের সঙ্গে থাকলে কানে সংক্রমণ হতে পারে। শব্দের মাত্রা কমিয়েও দীর্ঘ সময় শুনলে শ্রবণশক্তি হ্রাস পেতে পারে। হেডফোন বা মোবাইলের আওয়াজ সাধারণত মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে আমাদের কানে পোঁছায়, যা কানের জন্য ক্ষতিকর। আমরা সাধারণত নিয়মিত হেডফোন ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করি। একজন লোক যদি প্রতিদিন টানা ৪০ মিনিট উচ্চশব্দে হেডফোনে গান শোনে, অদূর ভবিষ্যতে এটি তার শ্রবণশক্তি হ্রাসের কারণ হতে পারে'।

৫. বাতাস প্রবেশে বাধা :

বর্তমান সময়ে হেডফোন কোম্পানীগুলো তাদের হেডফোনের অডিও এক্সপেরিয়েন্স এর দিকে ঠিকই নযর দিয়েছে। যার ফলে আপনি খুব ভালো কোয়ালিটির জাগরণী শুনতে পারছেন। কিন্তু আপনি আপনার কানে এমন স্থানে হেডফোন লাগান যাতে করে আপনার কানের ছিদ্র পুরোপরি বন্ধ হয়ে যায়। যার ফলে কোন বাতাস কানে প্রবেশ করতে পারেনা অথচ কানে বাতাস প্রবেশ করা কতটা যরূরী। অন্যথায় আপনার কানে ইনফেকশন, টিটিনাস ও শ্রবণ জটিলতার রিস্ক থেকেই যায়।

৬. সাময়িক বধির :

এক গবেষণায় দেখা গেছে যারা অনেক সময় ধরে উচ্চ ভলিউমে গান শুনে তারা হেডফোন খোলার পরেও অনেক্ষণ ভালো ভাবে কানে শুনেনা। এটি সাময়িক হলেও এর ক্ষতি কিন্তু অনেক। এমন করতে করতে কবে যে আপনি চিরতরে বধির হয়ে যাবেন তা আপনি নিজেও জানেন না।

৭. কানে ব্যাথা :

যারা অতিরিক্ত হেডফোন ব্যবহার করেন তারা সাধারণত কানের ব্যথায় ভুগেন। মাঝে মাঝে কানের ভেতরে ভোঁ ভোঁ আওয়াজ হয়ে থাকে। এটিও কিন্তু ক্ষতির লক্ষণ।

শিশুদের সাবধান করুন : উচ্চ ভলিউমে কোন কিছু শুনার কুফল সম্পর্কে সোনামণিদের জানাতে হবে ছোটবেলা থেকেই, তাহলে সোনমণিরা শ্রবণশক্তি রক্ষায় সচেতন হবে। স্মার্টফোনের জন্য রয়েছে অ্যাপ সাউন্ড মিটার এবং ডেসিবল মিটার, এগুলোর মাধ্যমে সোনামণিরা খেলাচ্ছলে শিখে নেবে শব্দ সম্পর্কে।

'তোমার ভাইয়ের সম্মুখে মুচকি হাসি দিলে, তাও ছাদাক্বাহ হিসাবে গণ্য হবে' *(তিরমিযী হা/১৯৫৬)।*

Contents

ভাষা শিক্ষা

প্রাণী

যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

মশা - بَعُوْضٌ - Mosquito (মস্কীটৌ)
মহিষ - جَامُوْسٌ – Buffalo (বাফ্যালৌ)
মাকড়সা - عَنْكَبُوْتٌ - Spider (স্পাইডার)
মাছ - سَمَكٌ – Fish – (ফিশ)
মাছি - ذُبَابٌ – Fly - (ফ্লাই)
মানুষ - إِنْسَانٌ – Man - (ম্যান)
মুরগী - دَجَاجَةٌ – Hen - (হেন)
মৃত্যু - مَوْتٌ - Death - (ডেথ)
মোরগ - دِيْكٌ - Cock - (কক্)
মৌমাছি - نَحْلٌ - Bee - (বী)
রাজহাঁস - إِوَزٌّ - Gander - (গ্যাণ্ডর)
শকুন - نَسْرٌ - Vulture - (ভালচার)
শজারু - قُنْفُذٌ - Porcupine - (পর্কিউপাইন)
শামুক - حَلَزُوْنٌ - Snail - (স্নেইল)
শুশুক - خِنْزِيْرُ الْبَحْرِ - Porpise (পর্পাস)
শূকর - خِنْزِيْرٌ - Hog - (হগ)
শৃগাল - اِبْن آوَى - Jackal (জ্যাক্যল্)
ষাঁড় - ثَوْرٌ - Ox - (অক্স)
সাপ - حَيَّةٌ – Snake - (স্নেইক)
সিংহ - أَسَدٌ – Lion - (লাইয়ন)
হরিণ - غَزَالٌ -Deer (ডিয়ার)
হাঁস - بَطٌّ – Drake - (ড্রেইক)
হাতী - فِيْلٌ – Elephant – (এলিফ্যান্ট্)
হায়না - ضَبُعٌ – Hyena - (হায়িনা)

কুইজ

১. কত মিনিটের অধিক সময় মোবাইলে কথা বললে মস্তিষ্কের তাপমাত্রা ১০২ ডিগ্রি F-এর উপরে উঠে যায়?
উ:..

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক কতবার তওবা করতেন?
উ:..

৩. সময়ের গুরুত্ব বুঝাতে মহান আল্লাহ কোন সূরা নাযিল করেছেন?
উ:..

৪. 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের মতই একজন মানুষ ছিলেন' কোথায় প্রমাণিত আছে?
উ:..

৫. কোন নবীর লাশ মৃত্যুর পরেও লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে ছিল?
উ:..

৬. কোন মসজিদে ছালাত আদায় করলে সদ্য প্রসূত সন্তানের মত নিষ্পাপ হওয়া যায়?
উ:..

৭. মৃত্যুর পর মুমিন বান্দার ঠিকানা কোথায় লেখা হবে?
উ:..

৮. হিজরতের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও আবুবকর (রাঃ) কোন গিরিগুহায় আত্মগোপন করেছিলেন?
উ:..

৯. কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতের দৈর্ঘ্য কত?
উ:..

Contents

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০শে ফেব্রুয়ারী ২০১৮।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. দুনিয়াতে কে সর্বাধিক সুন্দর আমল করে তা পরীক্ষা করার জন্য **২.** গোড়ালীর নিচের অংশ জাহান্নামে যাবে **৩.** যারা ঝাড়ফুঁক করায় না, অশুভ লক্ষণে বিশ্বাস করে না ও তাদের প্রভুর উপর ভরসা করে **৪.** ৬ জন **৫.** নেশাকর দ্রব্য **৬.** যে জামা'আত থেকে বিচ্ছিন্ন হয় **৭.** ইসমাঈল (আঃ) **৮.** আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) **৯.** মু'আয ও মু'আউভিয **১০.** দাউদ (আঃ)।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : নাফিয আল-মাহমূদ, মক্তব বিভাগ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : মাযহারুল ইসলাম, ৮ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : নাহিদ হাসান, ৫ম শ্রেণী আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : ....

প্রতিষ্ঠান : ....

.... শ্রেণী : ....

ঠিকানা : ....

....

মোবাইল : ....

চিন্তার খোরাক

☀ ১০০ টাকা মসজিদে অনেক বড় দেখায় অথচ নিজের প্রয়োজনে কতইনা ছোট!

☀ মসজিদে আধা ঘণ্টা কত দীর্ঘ সময়, কিন্তু সিনেমা হলে তা খুবই সামান্য!

☀ কনসার্ট, সিনেমা বা খেলার মাঠে প্রথম সারিতে বসতে কতই না প্রতিযোগিতা। কিন্তু মসজিদে যত পিছনে বসা যায়া ততোই ভালো!

☀ তারাবীহর ছালাতে ১ ঘণ্টা সময় লাগে, অথচ ১টি ফুটবল ম্যাচ মাত্র ৯০ মিনিট!

☀ ১টি ক্রিকেট ম্যাচে মাত্র ৬ ঘণ্টা সময় তাতে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু জুম'আর ছালাত একটু দীর্ঘায়িত হলে তা বিরক্তিকর!

☀ কুরআনের কয়েকটি আয়াত পাড়ার সময় হয় না। কিন্তু ১০০ পৃষ্ঠার উপন্যাস কতইনা সহজ!

☀ সংবাদ পত্রের কথা আমরা কত সহজেই বিশ্বাস করি। কিন্তু আল্লাহ্র কুরআনে আয়ত অত সহজে বিশ্বাস করা এবং মানা অনেক কষ্টকর!

☀ বিজ্ঞাপন বা লিফলেট আমরা কত সহজেই প্রচার করি। অথচ আল্লাহ্র বাণী প্রচারে আমরা হাযার বার চিন্তা করি!